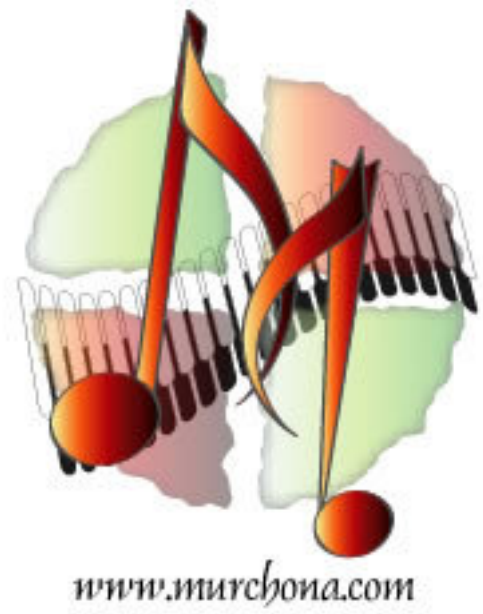

www.murchona.com

Tokai by Ronobi

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

টোকাই

এক

রনবী

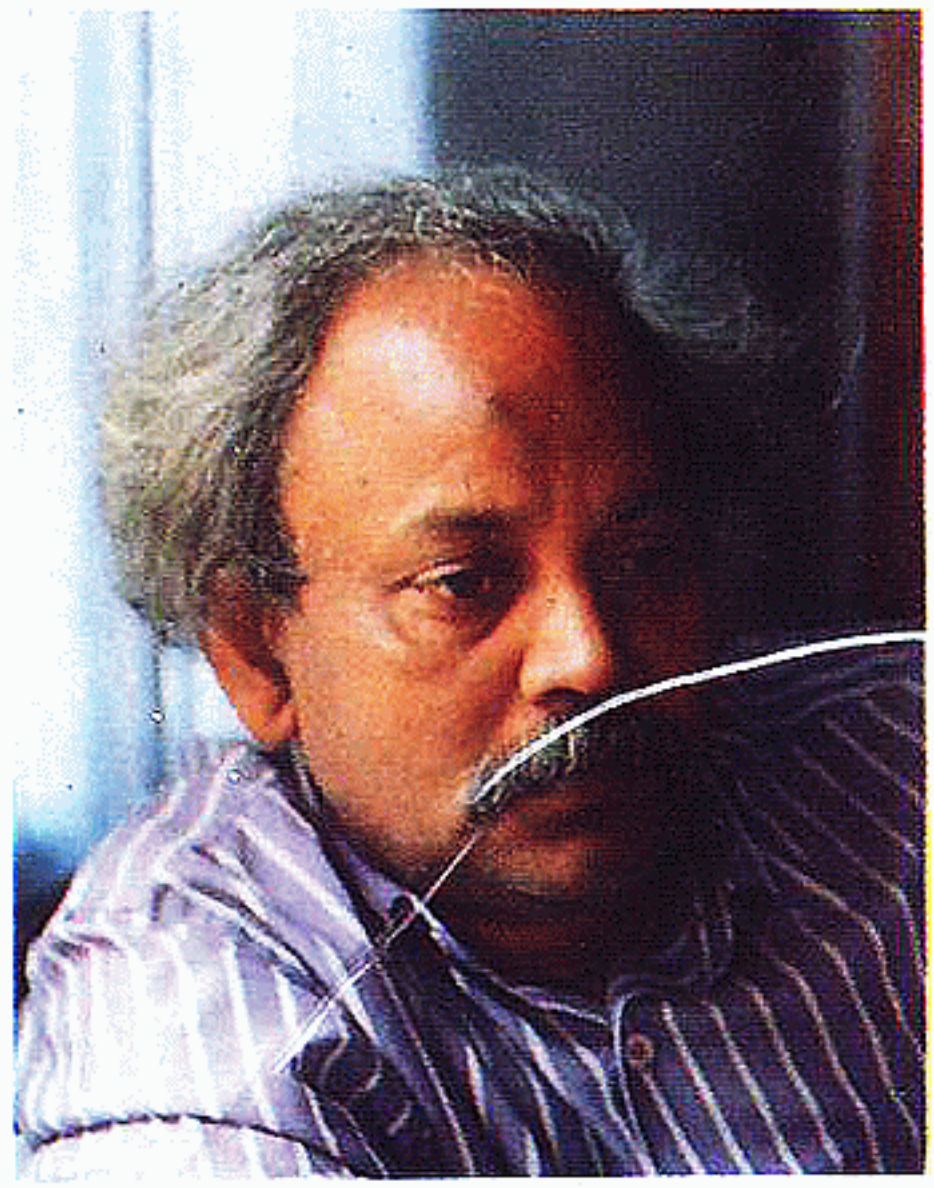

কার্টুনিস্ট রনবী ওরফে চিত্রী রফিকুন নবীর জন্ম চাঁপাইনওয়াবগঞ্জে, ১৯৪৩ সালে। শৈশব-কৈশোর কেটেছিল ঘুরে ঘুরে, বাবার চাকরির পায়ে পায়ে, বাংলাদেশের এখানে-ওখানে। ছবি আঁকার পরিবেশ ছিল ঘরেই : তাঁর পিতৃদেব অবসর পেলেই নিজের খেয়ালে ছবি আঁকতেন। পিতার প্রবণতা পুত্রে বর্তেছিল সকলের অলক্ষ্যে।

ঢাকার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পোগোজ স্কুল থেকে প্রবেশিকার দরজা পার হয়েই সোজা সেদিনের ইন্সটিটিউট অব ফাইন আর্টস-এ। তখন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বেঁচে, তাঁর নিজের হাতে-গড়া বিদ্যায়তনের কাণ্ডারী। তখন শিল্পী 'পটুয়া' কামরুল হাসান ছেলেমেয়েদেরকে হাতে ধরে ধরে গ্রাফিক্স নকশা শেখাচ্ছেন। আরো জড়ো হয়েছেন পরবর্তীকালের বিভিন্ন দিকপাল, ঐ শিক্ষায়তনকে ঘিরেই : সফিউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া, রশীদ চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী, কাজী আবদুল বাসেত, আনোয়ারুল হক, খাজা শফিক আহমদ, হাবিবুর রহমান, শফিকুল আমিন। এঁদের অনেকেই আজ নেই। কিন্তু এঁদের সম্মিলিত স্নেহে, নির্দেশে, অনুপ্রেরণায়, সদ্য স্কুল-ছেঁড়া এক কিশোরের মুখে ভবিষ্যৎ-শিল্পীর কল্পনাচৈতন্য ক্রমশ সেঁটে বসেছে।

রফিকুন নবীর শিক্ষাগ্রহণ দেশে ও দেশের বাইরে ছড়ানো। ছাত্র অবস্থাতেই এশিয়া ফাউণ্ডেশনের বৃত্তি পেয়েছিলেন (১৯৬২-৬৪)। পরে গ্রিক সরকারের বৃত্তি নিয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভের জন্য এথেন্সে থেকেছেন প্রায় চার বছর (১৯৭৩-৭৬)। স্নাতক হয়ে ১৯৬৪-তে যখন বেরিয়েছিলেন তদ্দিনে তাঁর শিক্ষাসত্র নাম পাল্টে হয়ে গেছে সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়; আজ যখন সেখানে নিজে পড়াচ্ছেন, শেখাচ্ছেন তখন আবার তা হয়ে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত 'চারুকলা ইন্সটিট্যুট'।

১

আড্ডাবাজ বলে খ্যাতি বা অখ্যাতির শিরোভূষণ বাঙালি বহুকাল ধরে মাথায় পরে আছে। সংখ্যায় ক্রমবর্ধিষ্ণু কিন্তু অন্তরে ক্ষয়িষ্ণু বাঙালি ইদানীং তেমন আর আড্ডা দিতে পারছে না। নিজের গরিবী হাল, সাংসারিক দুশ্চিন্তা আর সামাজিক মাৎস্যন্যায়ের যাঁতাকলে পড়ে এখন তার ডাইনে-বাঁয়ে তাকাবারই ফুরসত নেই, তো আড্ডা সে দেবে কখন? আড্ডার বদৌলতেই মজলিসী বাঙালি একদিন বাক্‌পটুতা, রসিকতা, শ্লেষ, সংলাপ-প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব (wit) আত্মস্থ করেছিল। কিন্তু আজ এ-সব অর্জন প্রায় নিঃশেষিত। আমরা এখন রসিকতা করতে গিয়ে হয় ভাঁড়ামি করি, নয়তো আঘাত দিই। বাঙালির জীবন থেকে প্রসন্ন মৃদুহাস্য কি দিল্‌খোলা অট্টহাসি উভয়েরই প্রস্থান ঘটেছে। এখনকার কুচুটে ও পরশ্রীকাতর বাঙালিকে হাসানো ভারি কঠিন কাজ। কাতুকুতু ছাড়া, কথা দিয়ে তাকে আর হাসানো সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। এমন সিদ্ধান্তে না-এসে উপায় নেই যে বাঙালি ক্ষীণমেধা ও হীনরুচি জাতিতে পরিণত হয়েছে; কারণ, বাণীর মহিমা আজ সে বুঝতে অপারগ : কথা, যাকে দেখা যায় না, ধরাছোঁয়া যায় না, অ-দৃষ্ট বেরোয় মুখ দিয়ে এবং অদৃশ্য ঢুকেও পড়ে কান দিয়ে, তারপর মননচিন্তনে এমন কিছু প্রতিক্রিয়া ঘটায় যার অনুরণন ফোটে অধরবিস্ফারে কিংবা মুখব্যাদানে—মৃদু বা অট্টরোল হাসি প্রকাশিত হয়। স্রেফ কথা দিয়ে হাসানো এবং কথা শুনে হাসা দুটোই বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই মেধাশক্তি প্রমাণ করে। এ-দেশীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে হাস্যরসের প্রতিষ্ঠা অকারণে হয় নি, বোঝা যায়।

শুনে হাসার চেয়ে দেখে হাসা বেশি সহজ, সহজতর হল গাত্রচর্মে কাতুকুতুর সুড়সুড়ি। পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভিতরে ত্বকের স্থান সর্বনিম্নে সম্ভবত এ-জন্যই যে এটাই হচ্ছে সর্বাধিক প্রত্যক্ষ। অন্য দিকে পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাক্ হল আদি। তা, 'গায়ে হাত দেওয়া'র ব্যাপারটা সভ্য সমাজে নিন্দনীয়, রুচির পরিপন্থী; যত যাই হোক, গায়ে হাত না-দিয়ে তো কাউকে কাতুকুতু দেওয়া সম্ভব নয়! হাস্যপন্থীদের হাতে তাহলে মোটে দুটো অবলম্বন পড়ে থাকল : বাক্‌নির্ভর হাস্য আর চোখনির্ভর হাস্য। বর্তমানের বাক্‌সর্বস্ব বাঙালি কথা বলতে ভুলে গেছে এমন তো নয়, মুখে তার এখনো খৈ ফুটছে, কিন্তু তার সবই কেজো কথা। কেবলই কেজো কথায় মুখে হাসি আসে না, উবে যায়। প্রাণের আনন্দ, অন্তরের প্রশান্তি থেকে যে-বিশ্রান্তালাপ, অমলিন হাস্যরস সেখান থেকে জন্মায়। বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, তাই হাসি-তামাশা ঠাট্টা-মস্করাও আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার পরেও জীবন থেকে হাসি কি কখনো একেবারে চলে যায়? কোথাও-না-কোথাও হাসি ধরে রাখতেই হয়। চোখে দেখে হাসবার ক্ষমতাটুকু সংসার থেকে বিধি যেন কেড়ে না নেন, ভাগ্যের কাছে এটুকুই দীন মিনতি।

২

কার্টুনের ছবি, অন্য ছবির মতোই, চোখে দেখবার জিনিস। অন্য ছবির ধর্ম হাসানো নয়, কিন্তু কার্টুনের লক্ষ্য হাসানো। ইংরেজি 'পাঞ্চ' পত্রিকার কার্টুন কি কুট্টির আঁকা ড্রইং দেখে আমরা হাসি। এমন অনেক কার্টুন আমি দেখেছি যেখানে শুধুই ছবি রয়েছে, কোনো সংলাপ নেই, আঁকার গুণেই যিনি ছবিটি দেখছেন তাঁর মনে সংলাপ তৈরি হয়ে ওঠে। তবে সংলাপবহুল কার্টুনই সম্ভবত সংখ্যায় বেশি। সে-ক্ষেত্রে আমরা কার্টুন-আঁকিয়ের দেখবার চোখটিকে বুঝতে পারি। কার্টুনের ছবি বেরিয়ে আসে সমাজবাস্তবতা থেকে, সমাজের আভ্যন্তরিক অসঙ্গতি থেকে। কার্টুনিস্টের চোখ সমাজ-সমালোচকের চোখ, কিন্তু চিত্রীর চোখ তা নয়। চিত্রকরের চেয়ে অন্য জাতের শিল্পী তাই কার্টুনিস্ট, যদিও ছবি আঁকেন দু-জনেই। সে-কারণেই চিত্রশিল্পীর রেখাচিত্র আর কার্টুনিস্টের রেখাচিত্র স্বাদে ভিন্ন, যদিও রেখাঙ্কনেই ছবি ফোটাচ্ছেন দু-জনেই।

শিল্পী রফিকুন নবী একই সঙ্গে চিত্রী এবং কার্টুনিস্ট। এই দুই মানিকজোড়—এক জন রফিকুন নবী ও অন্য জন রনবী— একদেহে লীন হয়ে আছেন। আমাদের দেশে এই ঘটনাটি অভূতপূর্ব, বিরল তো বটেই। কার্টুনিস্ট রনবীর কার্টুন এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্র **টোকাই** বাংলাদেশে একটি ঘটনা, একটি phenomenon এবং সঙ্গত কারণেই তাঁর জনপ্রিয়তা কিংবদন্তীয়। এ ব্যাপারটিও এক সমাজসত্যের চেহারা তুলে ধরে। দরিদ্র দেশে ক্রমবর্ধমান নিঃস্বীকরণ-প্রক্রিয়ায় টোকাইয়ের দল অমর, আমাদের সমাজে অমানবিকীকরণ-প্রক্রিয়াও চিরন্তন। আমি, টোকাই-পুরাণের দর্শক যে, কার্টুন দেখতে-দেখতে টোকাইয়ের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করি। আর টোকাইয়ের wit? কী সরল, অপাপবিদ্ধ অথচ নিষ্ঠুর সত্যকথন সে অনবরত বলে যায়! তাকে ভাল না বেসে কোনো উপায় নেই। টোকাইয়ের জন্যে ভালবাসা শেষাবধি তাই রনবীকে ভালবাসাতে গিয়ে পৌঁছয়।

কত ছবি এঁকেছেন রনবী টোকাইকে নিয়ে? কী এঁকেছেন? জিজ্ঞেস করলে হেসে বলেন—শ'য়ে শ'য়ে, সংখ্যা কি আমি নিজেই জানি? এ-দিক ও-দিক কত হারিয়ে গেছে। সত্যিই, রনবী খুব একটা গোছানো স্বভাবের মানুষ নন। আর, কী এঁকেছেন—তার দলিল তো তাঁর কার্টুনের জগতেই ছড়ানো আছে।

অজস্র কার্টুনের মধ্যে খুঁজেপেতে পাওয়া গেল মাত্র দু' শ' চল্লিশটি। এলোমেলোভাবে সাজাতে গিয়েও দেখি সে-সব ছবি থেকে বক্তব্যের চরিত্রগত একটা নকশা ফুটে বেরুচ্ছে। খুব সাদামাটাভাবেও, দেখেছি, অন্তত বিষয়ভিত্তিক আটটি ক্ষেত্র সনাক্ত করা যায় তাঁর ছবির : টোকাইয়ের নিজস্ব বৃত্তান্ত, পরিবেশ, রাজনীতি, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, সামাজিক মাৎস্যন্যায়, শিক্ষা, সংস্কৃতি। এ বিষয়বিভাজন নিতান্তই মোটা দাগের, সূক্ষ্ম ভেদরেখা টেনে সংখ্যা আরো বাড়ানো চলে।

টোকাইয়ের বাইরের বয়স এখনো পনেরো। রনবী 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' পত্রিকায় টোকাইকে নিয়ে কার্টুন আঁকতে শুরু করেছিলেন ১৯৭৮ সালে। ভবিষ্যতে আরো আঁকবেন, এখনো এঁকে যাচ্ছেন। টোকাইয়ের বয়স একসময়ে পঁচিশ ছোঁবে, হয়তো-বা আরো বেশি। কিন্তু কার্টুনে দেখছি, তার বয়স এক জায়গাতেই থেমে আছে। টোকাইদের বয়স কখনো বাড়ে না। তারা সব সময়ে ন' বছরের মধ্যেই থেকে যায়।

টোকাই-পরিকল্পনার ঘটনাটি রনবী নিজে একটি স্মৃতিচারণিক রচনায় খোলাখুলিভাবে বলেছেন। লেখাটি 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র পক্ষ থেকে (১৯৮২) আঠারো নম্বর বিচিত্রা এ্যালবাম হিসেবে 'টোকাই' নাম নিয়ে বেরিয়েছিল। সেখান থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করছি, তাহলে শিল্পীর মন ও দৃষ্টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেওয়া সহজ হবে। তিনি লিখেছেন :

> এই সময় [১৯৭৬-৭৭] বিকালে বাসার সামনের মাঠে ছেঁড়া একটা বস্তা ঘাড়ে আট-ন' বছরের ছেলেকে দেখে চমকে উঠলাম। সাত-আট বছর আগের [১৯৬৮-৬৯] সেই বিস্মৃত পেটমোটা ছেলেটির কথা মনে পড়ে গেল। একই বয়স, একই রকম ফোলা পেটে চেক লুঙ্গি খাটো করে পরা, ন্যাড়া করা মাথা। কি আশ্চর্য মিল। মনে হত যেন ওই সাত বছর সময়েও ছেলেটির বয়স বাড়তে পারে নি। ওকে সেদিনই কিছু আস্কারা দেওয়ায় প্রায় প্রতিদিনই আসা-যাওয়া করতে লাগল। তাকে দেখলেই যেচে কথাবার্তা বলতাম। সে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে মজার মজার কথা বলত। এমনি সময়ে ভাবতে শুরু করলাম একে সেই বিখ্যাত আমেরিকান কার্টুনিস্ট সাল্‌জ্-এর চার্লি ব্রাউনের মতো একটি চরিত্র দাঁড় করিয়ে একটা সিরিজ করলে কেমন হয়। যদিও সাল্‌জের চরিত্রটি রাস্তার ছেলে নয়, সফিসটিকেটেড একটি ভদ্রলোকের ছেলে। শাহাদাত চৌধুরীর ['বিচিত্রা'র সম্পাদক] সঙ্গে আলাপ করতেই ঘটনা ফাইনাল হয়ে গেল। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে নামও ঠিক হয়ে গেল। নাম রাখলাম 'টোকাই'।
>
> টোকাই প্রথম দিকে শুরু করেছিলাম খাপছাড়া কতকগুলো চিন্তা নিয়ে। অর্থাৎ ছবি ও কথার (সংলাপ) মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য রেখে কার্টুনটিকে রসগ্রাহী করা যায়, কি পরিবেশে টোকাইকে রাখা যায়, টোকাই কি ধরনের কথা বলবে, কাদের সঙ্গে কথা বলবে, চেহারাটি কেমন হবে, যে-ছেলেটিকে নিয়ে টোকাই আঁকার চিন্তাটা মাথায় এসেছিল তারই হুবহু চেহারাটা আঁকা উচিত হবে কিনা—এসব নিয়ে নির্ধারিত কোনো পরিকল্পনা না থাকায় এবং এ ধরনের কার্টুন সিরিজ করার কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রথম দিকে বিস্তর গরমিল নিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে অসুবিধের ছিল চেহারার ড্রইং বের করাটাই।
>
> শুরুর দিকে হুবহু সেই দুটি ছেলের আদলে চেহারা আঁকার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু প্রতিবারে সেই ড্রইং একই রাখার মুশকিলটি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকায় শেষ পর্যন্ত কার্টুন আঁকার প্রাথমিক পদ্ধতিটাই গ্রহণ করতে হয়েছিল। অর্থাৎ বৃত্তাকার আউটলাইনে মাথা আর তাতে ফোঁটা দিয়ে নাক, চোখ এবং মুখের অভিব্যক্তি আনতে 'প্রথম দিনের চাঁদ'-এর মতো লাইন দেওয়ার নিয়মটাই নিতে হয়েছিল। খাড়া খাড়া চুল বা একেবারে ন্যাড়া মাথা কোনোটাই ভালো আসছিল না। অতএব কার্টুন আঁকার প্রথম পাঠকেই ব্যবহার করতে হল। অর্থাৎ গোল মাথায় ক' গাছি চুলের টান। (এইভাবে বাচ্চাদের আদুরে চেহারা আঁকা বহু পুরনো নিয়ম)।
>
> ড্রইংয়ের সহজীকরণের পেছনে দু'টি ইচ্ছা কাজ করেছে। প্রথমত চেহারাকে সহজবোধ্য করা, অন্যটি সহজেই যাতে অনুকরণীয় হয়। এইভাবে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে শুরু হয়েছিল টোকাইকে নিয়ে যাত্রা।
>
> ... একটি বারের জন্যেও টোকাইকে বিচিত্রার পৃষ্ঠা থেকে অনুপস্থিত রাখতে পারা যায় নি। আর তার একটিই কারণ। তা হল, পাঠকদের টোকাইয়ের প্রতি অগাধ ভালবাসা। যে ভালবাসা আমার এবং 'বিচিত্রা'র ইচ্ছাকে ছাড়িয়ে গেছে অনেক দূর। কিন্তু টোকাই সার্থক হবে তখনই যখন আমরা সবাই 'বিচিত্রা'র টোকাইয়ের মতো দেশের সব টোকাইদের হৃদয়ে স্থান দিতে পারব, ভালবাসতে পারব, মানুষ বলে গণ্য করতে পারব সেই ন্যাংটো, ন্যাড়ামাথা, ঘরহীন ছিন্নমূল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গহ্বরে নিক্ষেপিত ছেলেগুলোকে।

টোকাই কে? নামগোত্রহীন অনাথ একটি বালক। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাবা-মা আত্মীয়স্বজন সব খুইয়ে সে একা হয়ে গেছে। সারা বিশ্বই তার ঘরবাড়ি। তবে পঞ্চভৌতিক দেহটাকে সে টিকিয়ে রাখে কখনো পয়ঃনিষ্কাশনের কংক্রিটের পাইপে, কখনো-বা এমনকি বড়ো মুখখোলা ডাস্টবিনের ভিতরে নিজেকে লুকিয়ে রেখে। ঐ একরত্তি মানুষ, কতটুকুই-বা দেহ তার! পৃথিবীর বিরুদ্ধে কিন্তু তার কোনো বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ নেই। সে শুধু লজ্জা দেয়। অবশ্য 'ভদ্দরলোক'দের লজ্জা বলে যদি কিছু থেকে থাকে। সে কেবলই দর্শক—তার চারপাশের পৃথিবীর। পৃথিবীর নিয়মকানুন সে নিজের মতো করে বুঝে গেছে। জীবনের হাতে মার খেতে সে চায় না, কিন্তু ফুঁসে উঠতেও জানে না, শুধু অসহায়ের মতো বলে ওঠে : "মারেন ক্যান? এই না সারা বছর ধইরা সবতে কইলেন... 'তোরাই দেশের সব....'!!!" এমনি সব।

টোকাই পরম্পরার এই কার্টুন, আমরা চাই, কেবল আনন্দ দেবে না, আমাদের নতুন করে ভাবাবে দেশ ও দেশের মানুষ নিয়ে।

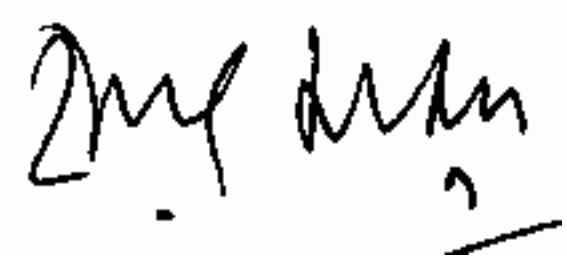

টোকাই গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্যে আমার শুভানুধ্যায়ীরা বহুদিন ধরে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। ব্যাপারটায় গা করি নি। তা না করার মুখ্য কারণ দু'টি। এক, আলসেমি। দুই, নিজের সংগ্রহে না-থাকা।

আসলে সব ক'টি কার্টুন জমিয়ে রাখার ব্যাপারটি মাথায়ই আসে নি। অত গুরুত্বও দিই নি। কিন্তু গত বছর প্রকাশক বন্ধু আলমগীর রহমান যখন আঁটঘাট বেঁধে প্রায় জোঁকের মতন সেঁটে থাকলেন বইটি বের করার ব্যাপারে তখন চোখে অন্ধকার দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না। প্রথমটায় ভেবেছিলাম এ আর এমন কি ? বাসায় পুরোন 'বিচিত্রা' খুললেই তো সব পাওয়া যাবে। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে দেখি—কিছুই নেই। অসংখ্য বইপত্রের আর কাগজের স্তূপ ঘেঁটেও সেগুলো পাওয়া গেল না। কিছু ইঁদুরে সাবাড় করেছিল। বাসা বদলের সময় সে-সব অতএব বহু আগেই ঘরছাড়া করতে হয়েছিল। আর একটি কারণ এক টোকাই। বাড়িতে ক' বছর আগে একটি বালক ছিল। তার জীবনে শ্রেষ্ঠ লোভ ছিল পুরোন কাগজ আর পত্র-পত্রিকার বিনিময়ে 'কট্‌কটি' খাওয়া। শিশি-বোতল-কাগজওয়ালাদের সাথে ছিল তার অগাধ হৃদ্যতা। এবং একারণে তার পত্র-পত্রিকা গোছগাছ করে, বাছাই করে রাখার জন্যে ঘর-বাড়িও বেশ ঝকঝকে তকতকে থাকত। সপরিবারে খুশি থাকতাম। বলা বাহুল্য, সে জিজ্ঞেস করেই কট্‌কটি প্রাপ্তির ব্যাপারটা সমাধা করত। কিন্তু তখন অত তলিয়ে দেখি নি। এখন খুঁজতে গিয়ে শুধু হা-হুতাশ ছাড়া আর কিছুই করার থাকল না। তবে রক্ষে যে, আমার সহধর্মিনী আমার অজান্তেই বেশ কিছু টোকাই-পৃষ্ঠা কেটে জমিয়ে রেখেছিলেন। সে-সব থেকে বাছাই করে দু'টি খণ্ডের ব্যবস্থা করা হল। অবশ্য এসব নিজে বাছাই করতে গিয়ে পেরে উঠি নি। বইতে ছাপাবার জন্যে কোনোটাই মনঃপূত হচ্ছিল না। অতএব বন্ধুবর হায়াৎ মামুদকে দিয়ে প্রকাশক দায়িত্বটুকু সমাধা করিয়ে নিয়েছেন। কবি, প্রাবন্ধিক এবং অধ্যাপক হায়াৎ মামুদের 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র ব্যাপারে সুনাম আছে। সেই সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে তিনি অত্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কটা 'টোকাই' দেখে, পড়ে, শুধু বাছাই নয়— সম্পাদনার কাজটিও করেছেন সুচারুভাবে।

গ্রন্থে স্থান পাওয়া টোকাইগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা হয় নি। নির্বাচিতও নয়। খাপছাড়া গোছের বলে মনে হতে পারে। তবে যেগুলি বহুল আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে সেগুলিই বাদ যাতে না পড়ে তার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

১৯৭৮ সাল থেকে একনাগাড়ে টোকাই সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় ছাপা হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে বাধা-বিপত্তি এসেছে কিন্তু এ যাবৎ কোনো সপ্তাহেই টোকাই বাদ পড়ে নি। ঘোরতর অসুস্থতার মধ্যেও টোকাই না এঁকে পারি নি। কখনো কখনো টোকাই-এর বিষয় এবং উইট বের করতে বেশ মুশকিলে পড়তে হয়েছে, বিরক্তিও বোধ করেছি। এমনকি 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' মতন দশাও হয়েছে। কিন্তু পাঠক এবং টোকাইয়ের শুভানুধ্যায়ীদের কথা ভেবে তা থেকে সরতে পারি নি। তাতে কখনো ভালো হয়েছে, কখনো হয়তো হয়ে ওঠে নি। মোট কথা প্রতি সপ্তাহে টোকাই আঁকা থেকে রেহাই পাই নি। আর এখন তো ব্যাপারটা প্রায় জেদের মতনই হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমারও, বিচিত্রারও, সবারই।

পরিশেষে একটি কথা না বললে আমি অপরাধী থেকে যাব। আর তা হল— 'টোকাই' নামটি আবিষ্কার করা, কার্টুন আঁকা আমার বটে কিন্তু এর কৃতিত্বের সবটাই টোকাইভক্তদের পাওনা। তাঁরা তাঁদের মতামত এবং উৎসাহ দিয়ে টোকাইয়ের ব্যাপারে দিঙ্‌নির্দেশ করেছেন। তাঁদের জন্যেই টোকাইয়ের জনপ্রিয়তা, 'টোকাই' শব্দটির প্রচলন, এমনকি একটি শব্দ হিসেবে অভিধানে স্থান পাওয়া, সম্ভব হয়েছে। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ 'বিচিত্রা'র সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরীসহ সকল সাংবাদিক ও কর্মচারীবৃন্দের কাছে। বন্ধুবর হায়াৎ মামুদ, আলমগীর রহমানকে কৃতজ্ঞতা জানালেও হয়তো সবটা শোধ হবে না। আমার সহধর্মিণী নাজমা বেগম, ভ্রাতা ছড়াকার সফিকুন নবী কর্তব্য জ্ঞান করে যে অক্লান্ত শ্রম দিয়েছেন তার জন্যেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বলা বাহুল্য কিছু ভুল-ত্রুটি হয়তো চোখ এড়িয়ে রয়েই যাবে; সে-সব ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে নিশ্চিন্ত থাকব এবং পরবর্তী সময়ে শুধরে নেবার চেষ্টা করব।

শুধু একটিই আক্ষেপ রয়ে গেল— যাদের নিয়ে এতকিছু, সেই টোকাইরা এই বইয়ের খবরও রাখবে না, জানবেও না। যদি এমন কোনো দিন আসে যে, দেশের সব টোকাই লেখাপড়া শিখেছে, তখন এই বই তারা পড়বে। সেই আশায় বসে রইলাম।

রনবী

রামগরুড়ের ছানা, কিন্তু মুখ থেকে হাসি মোছে না—
সারা দুনিয়ায় যেখানে যত টোকাই আছে,
ভালবাসায়

www.MurchOna.com

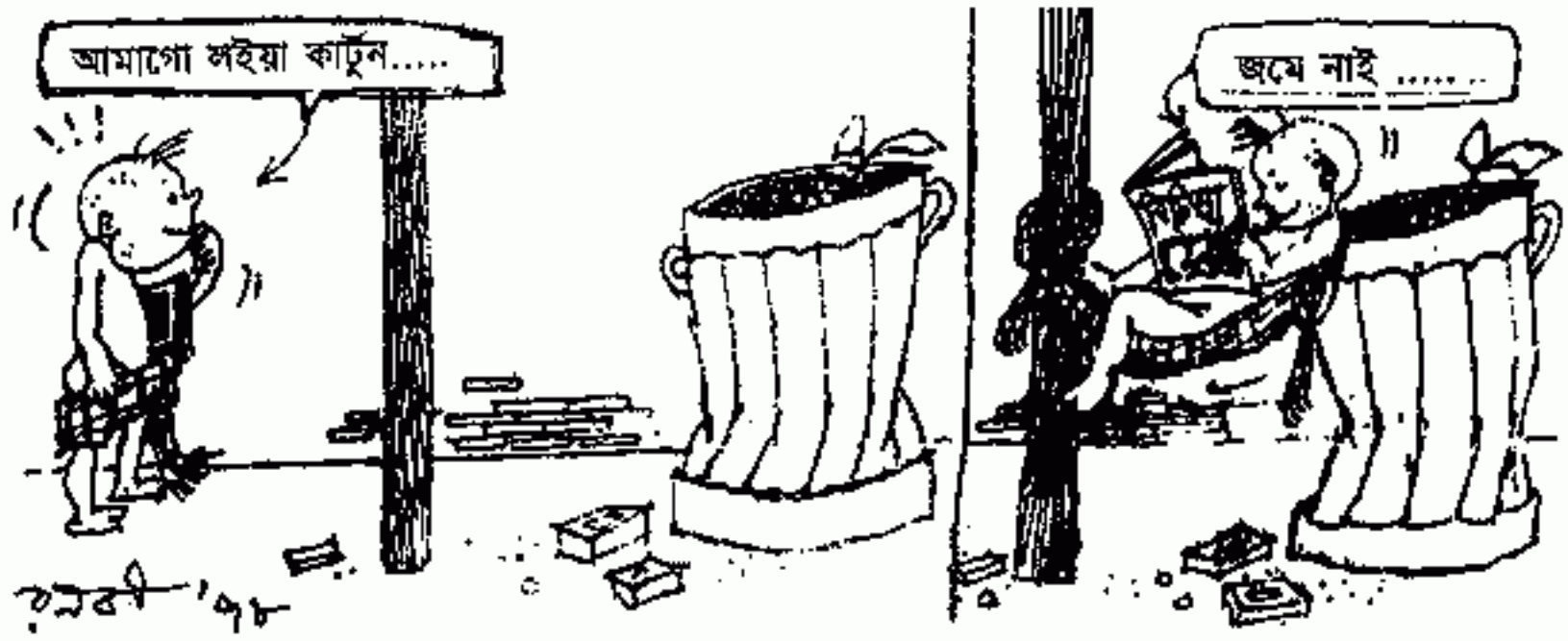

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

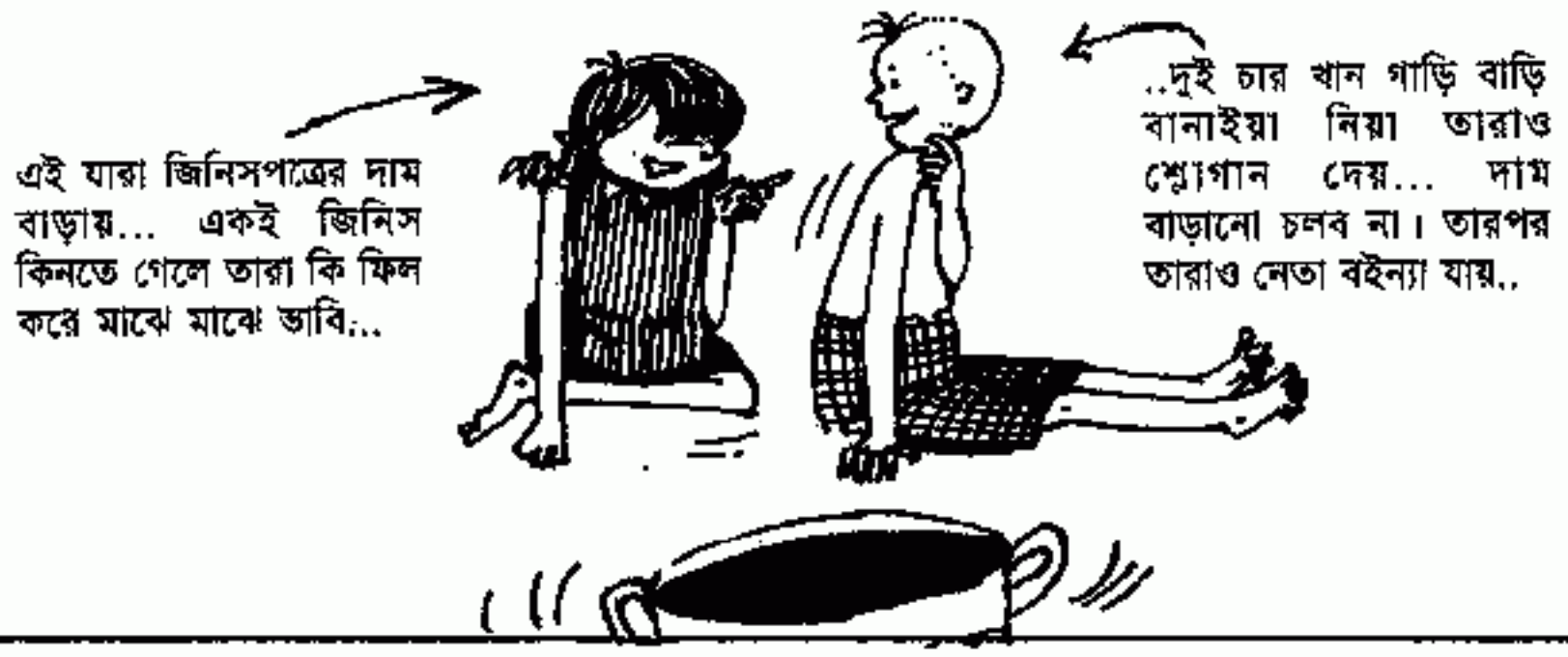

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

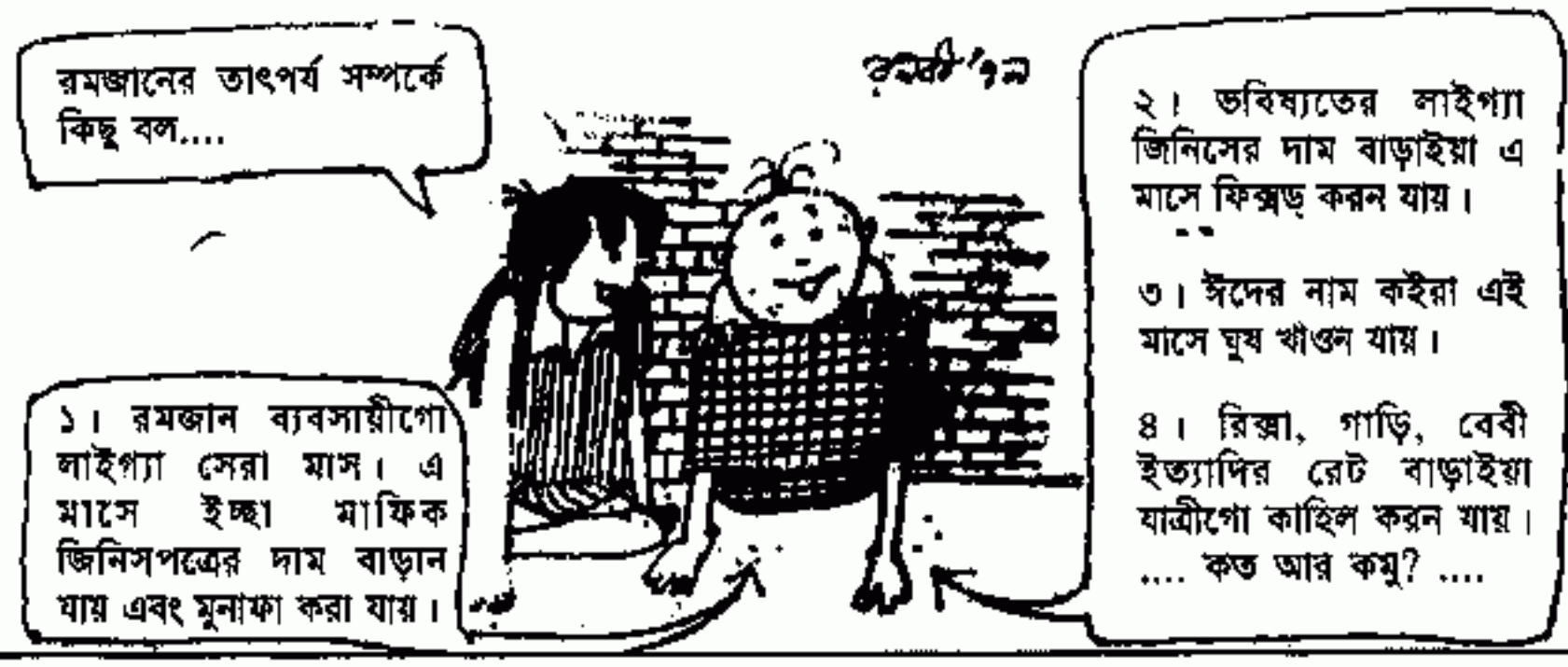

www.MurchOna.com

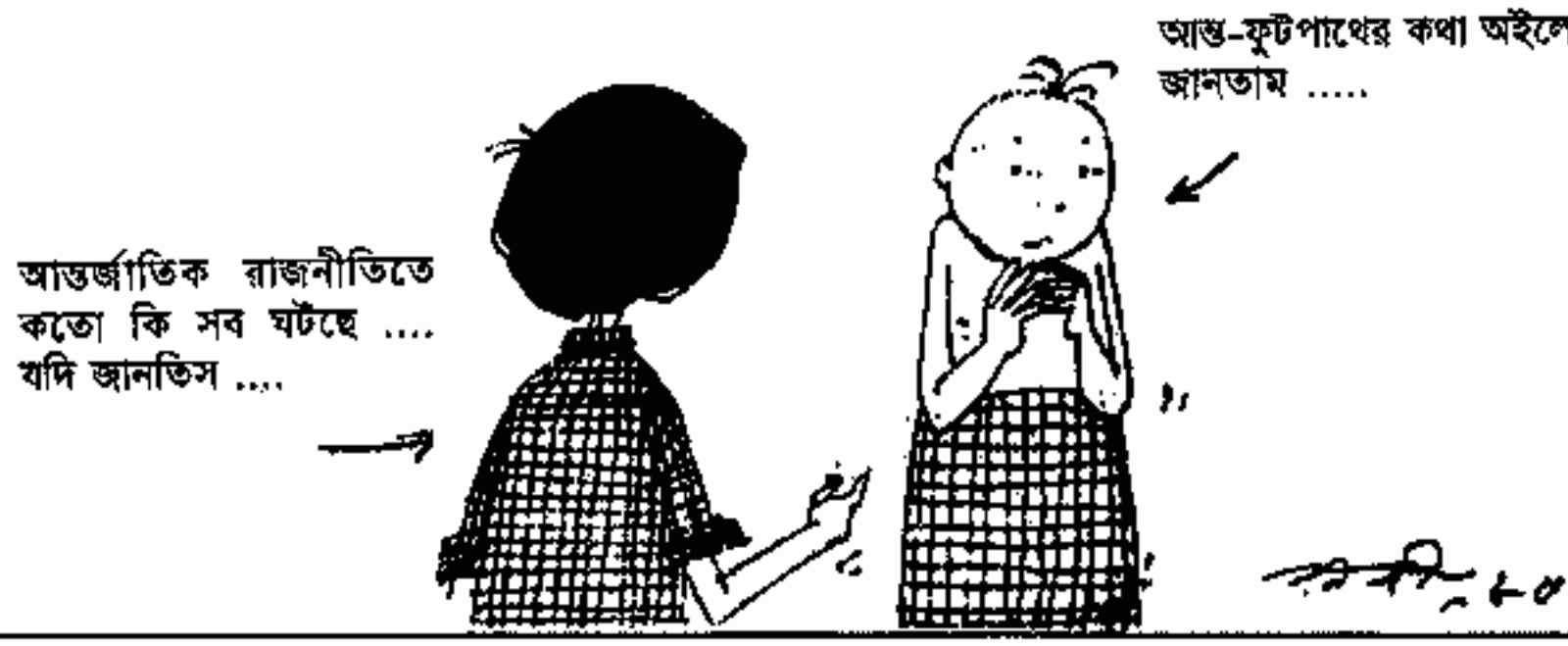

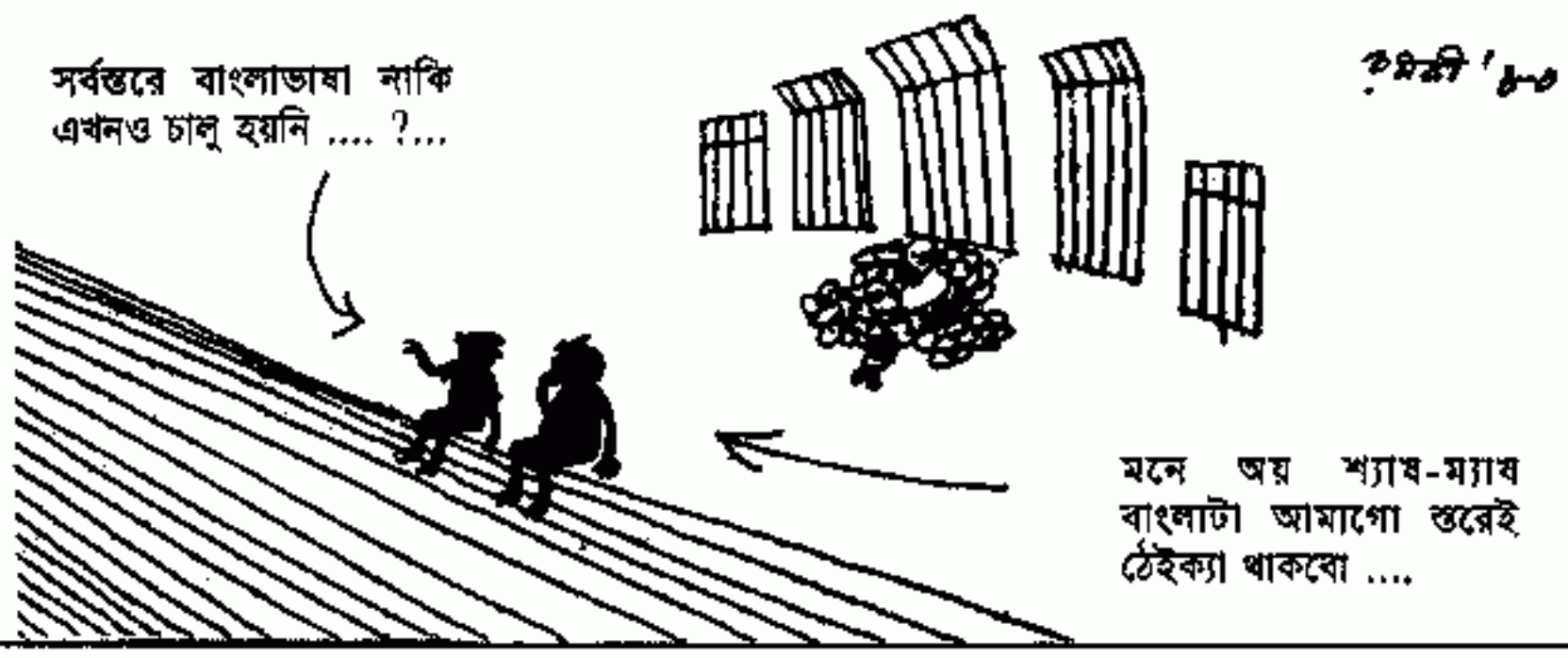

www.MurchOna.com

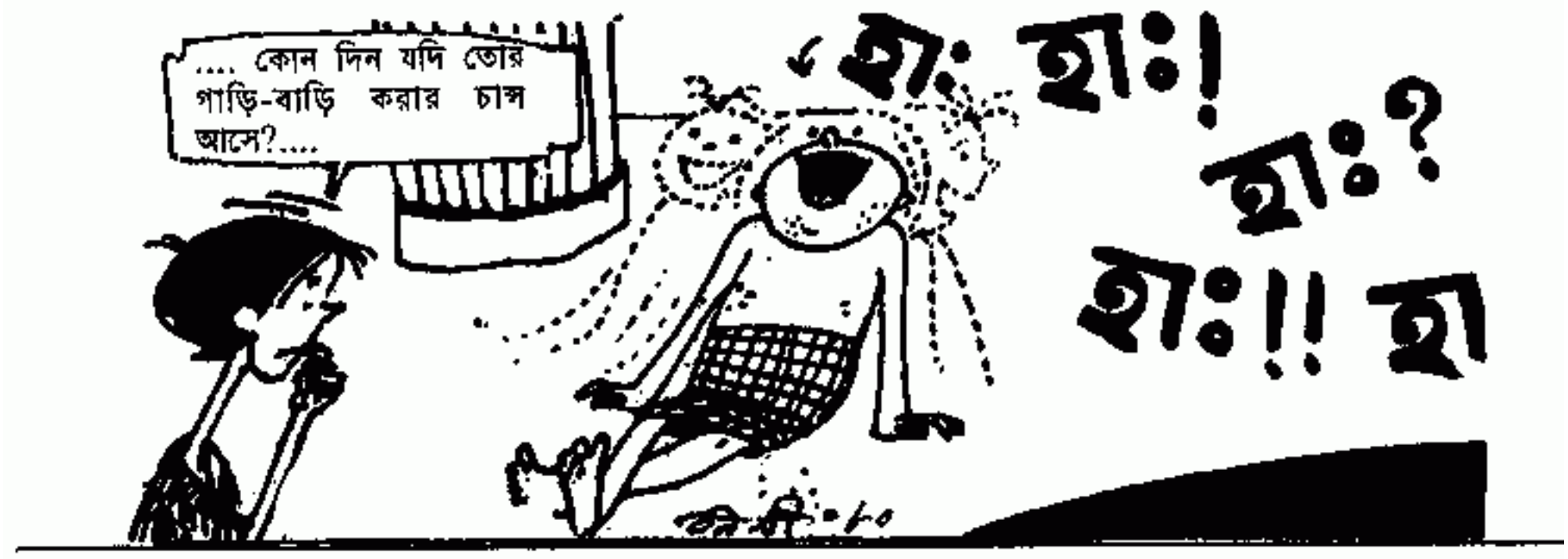

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

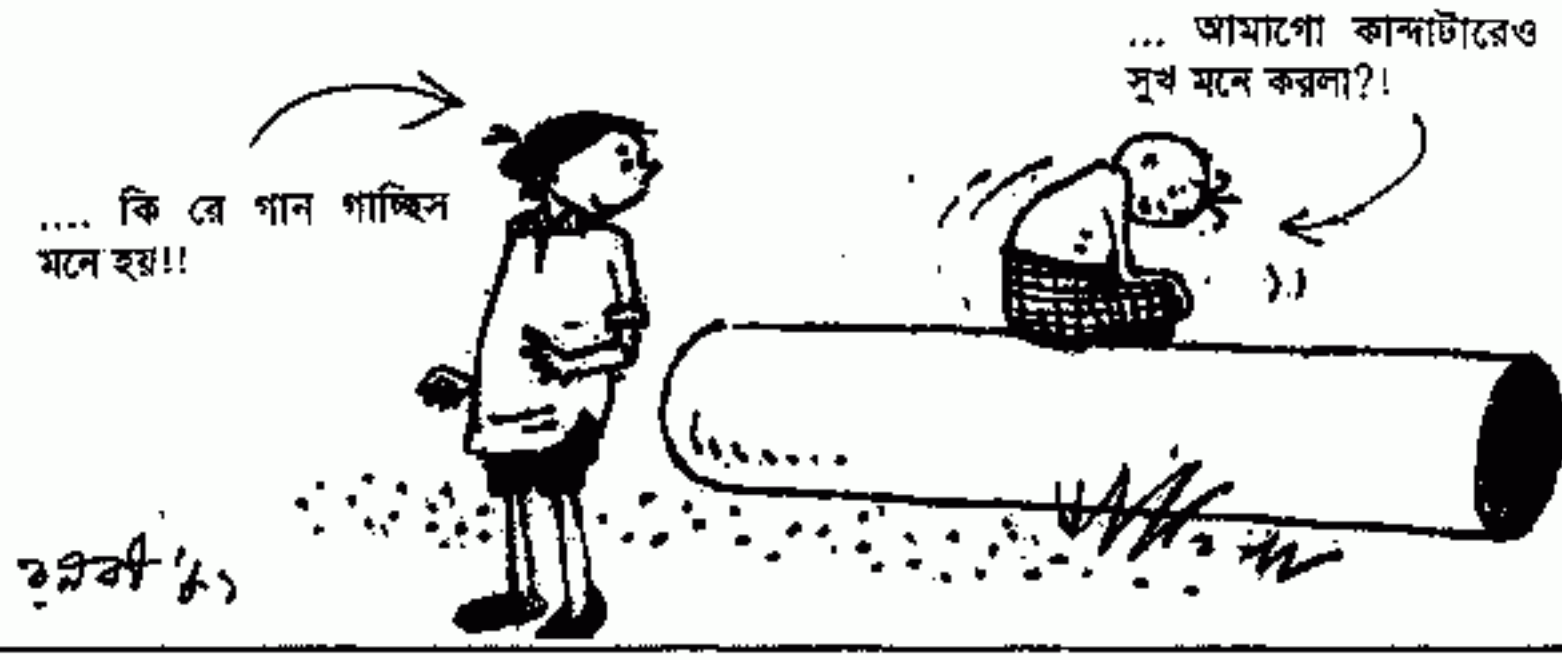

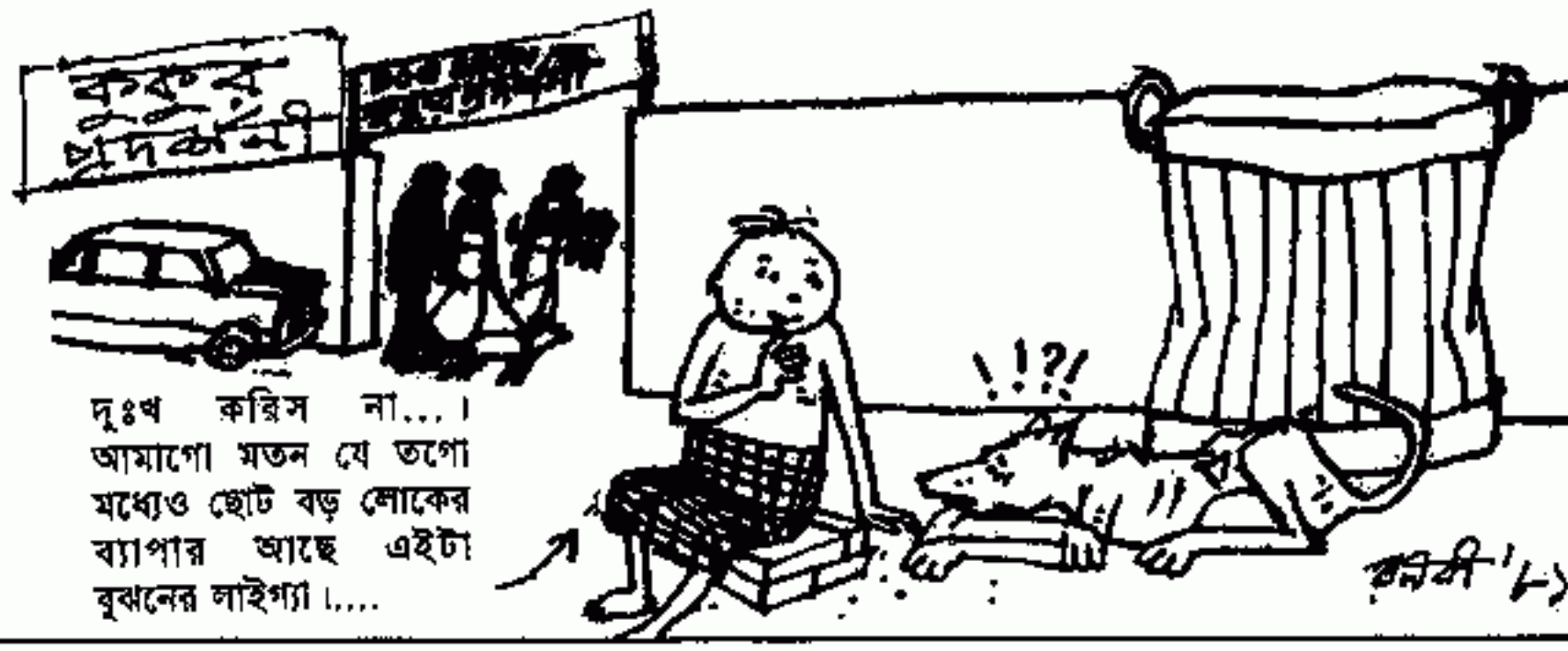

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

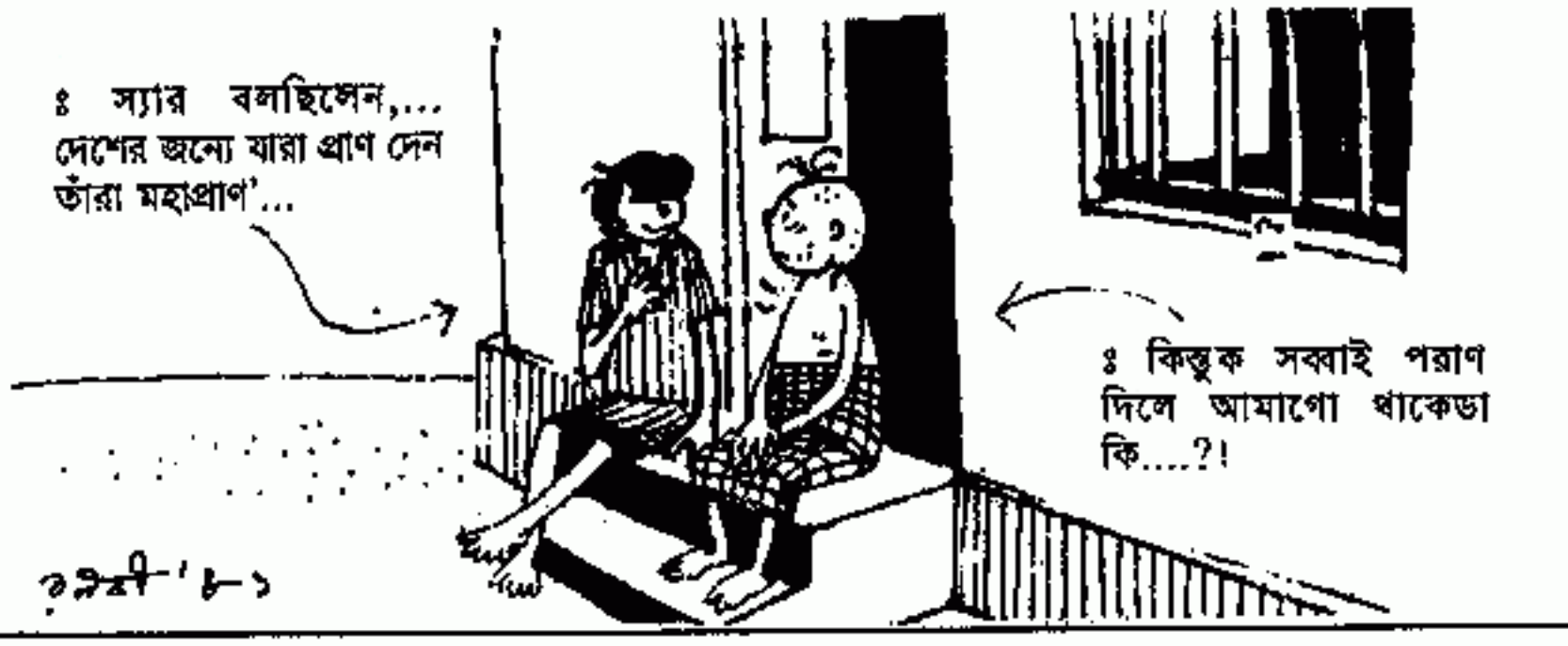

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

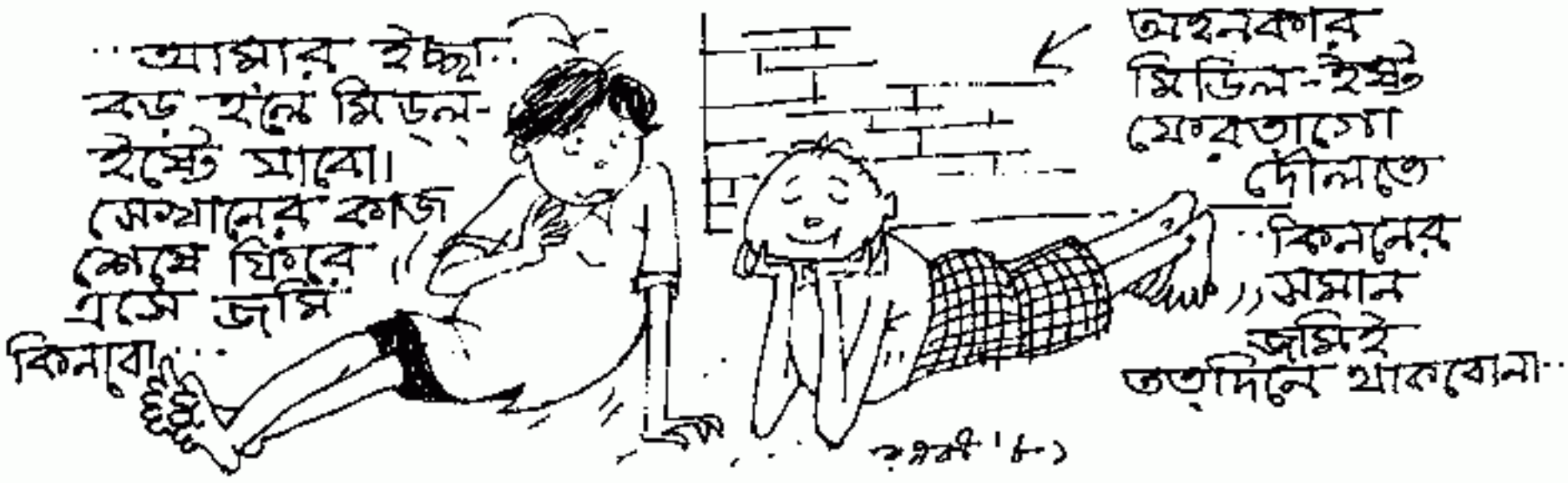

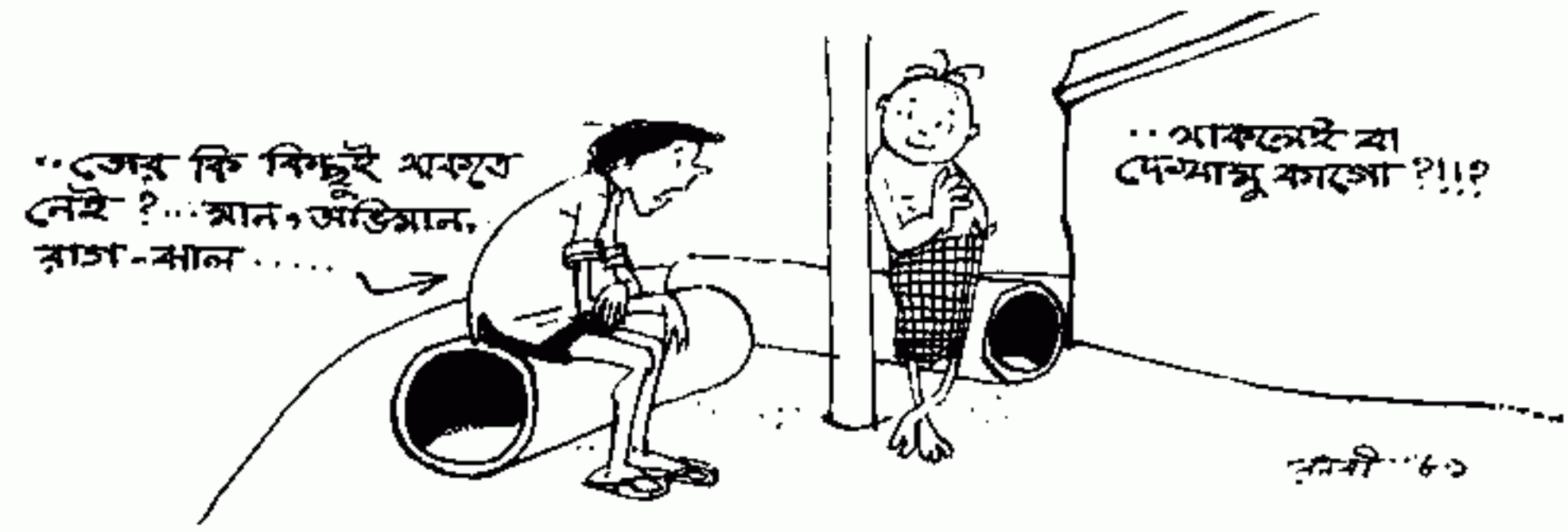

www.MurchOna.com

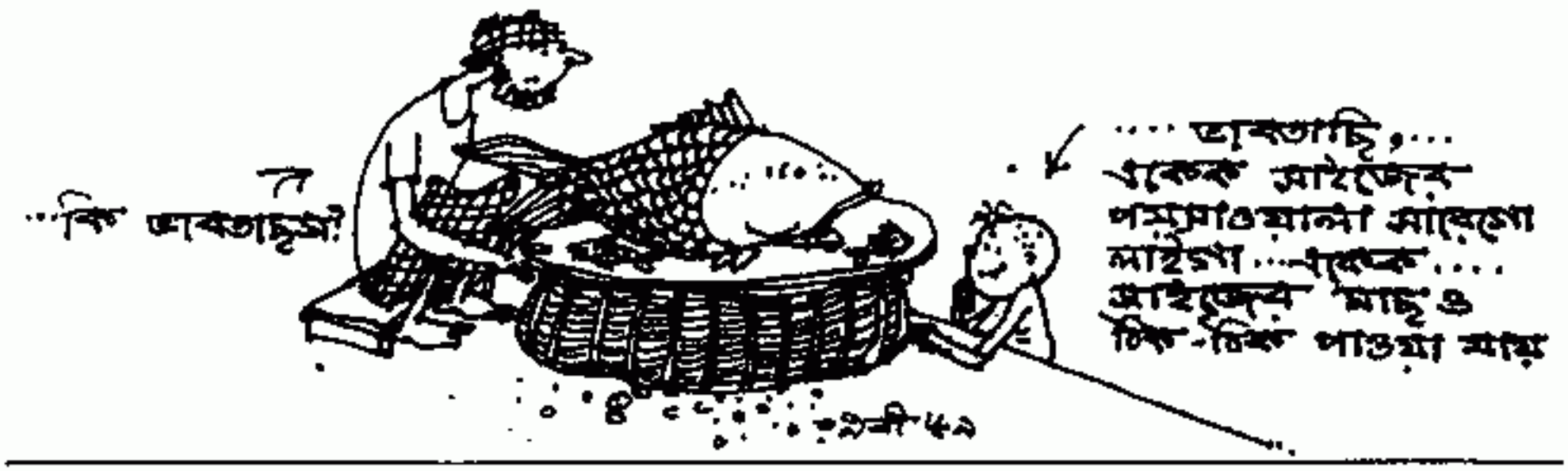

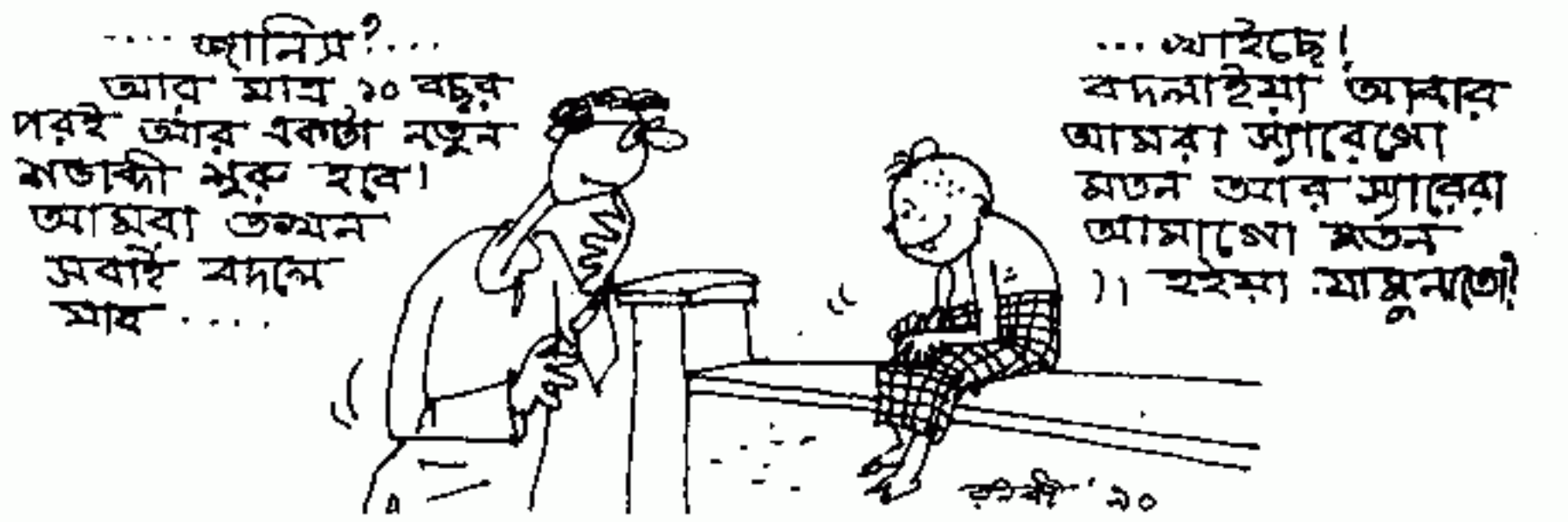

www.MurchOna.com

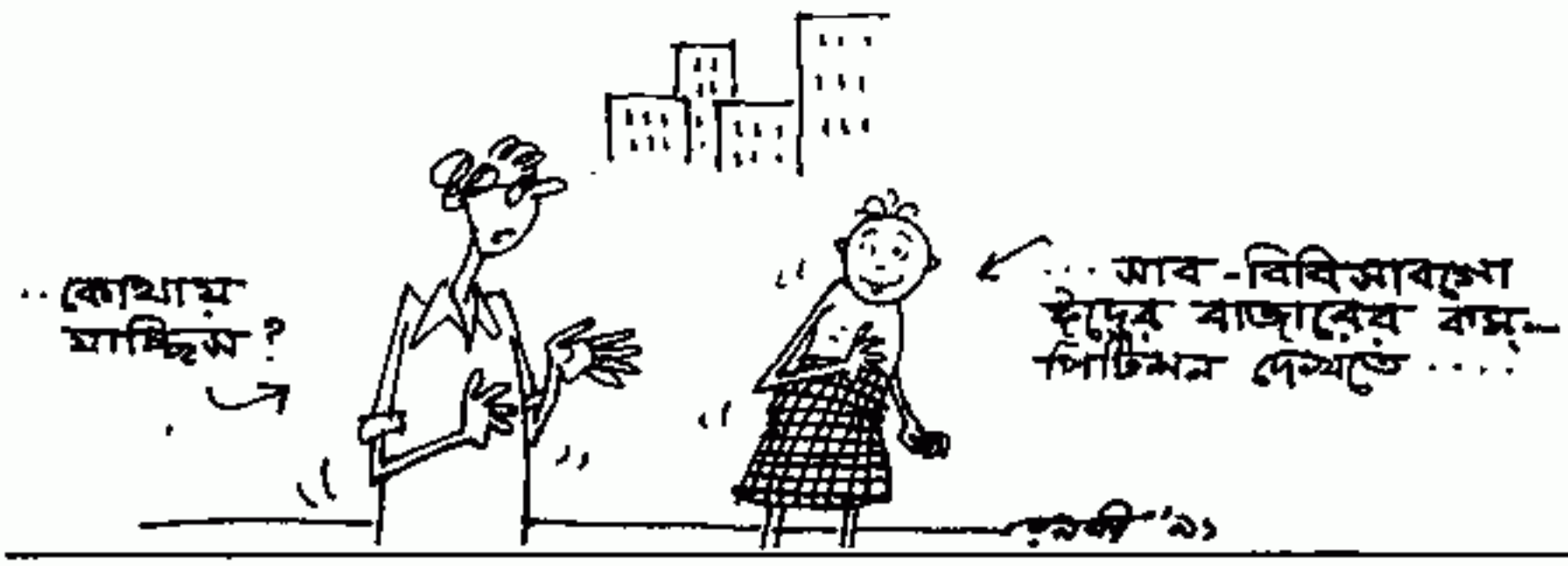

www.MurchOna.com

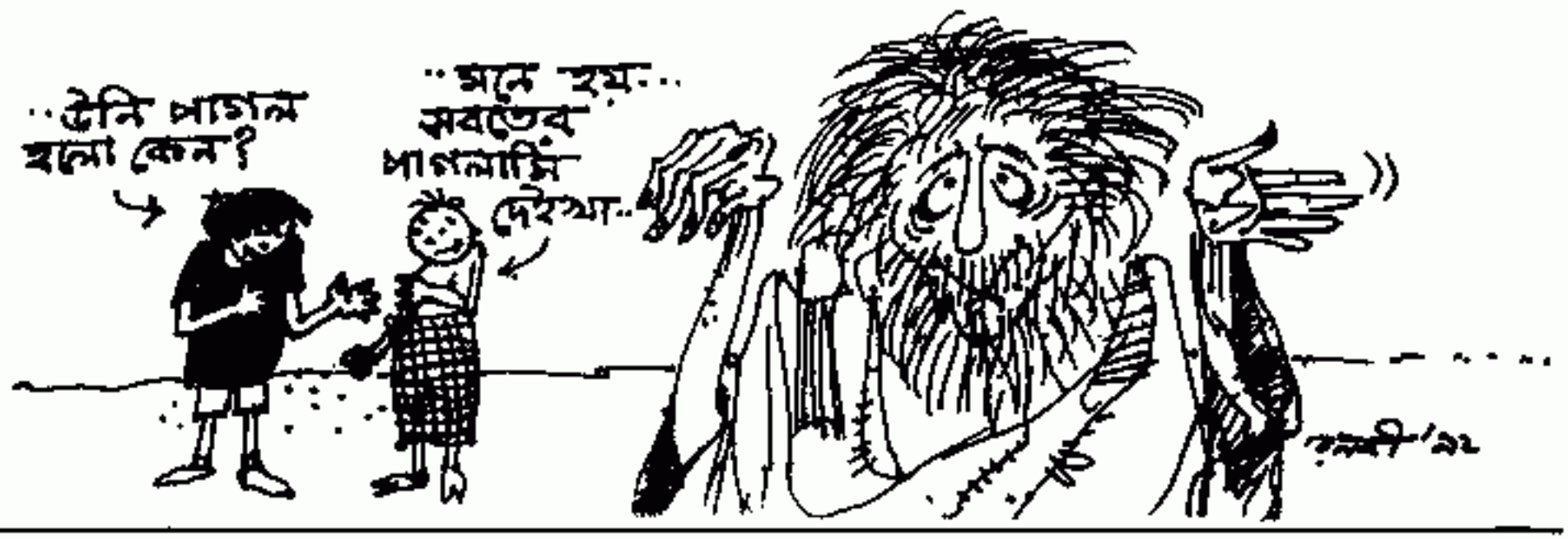

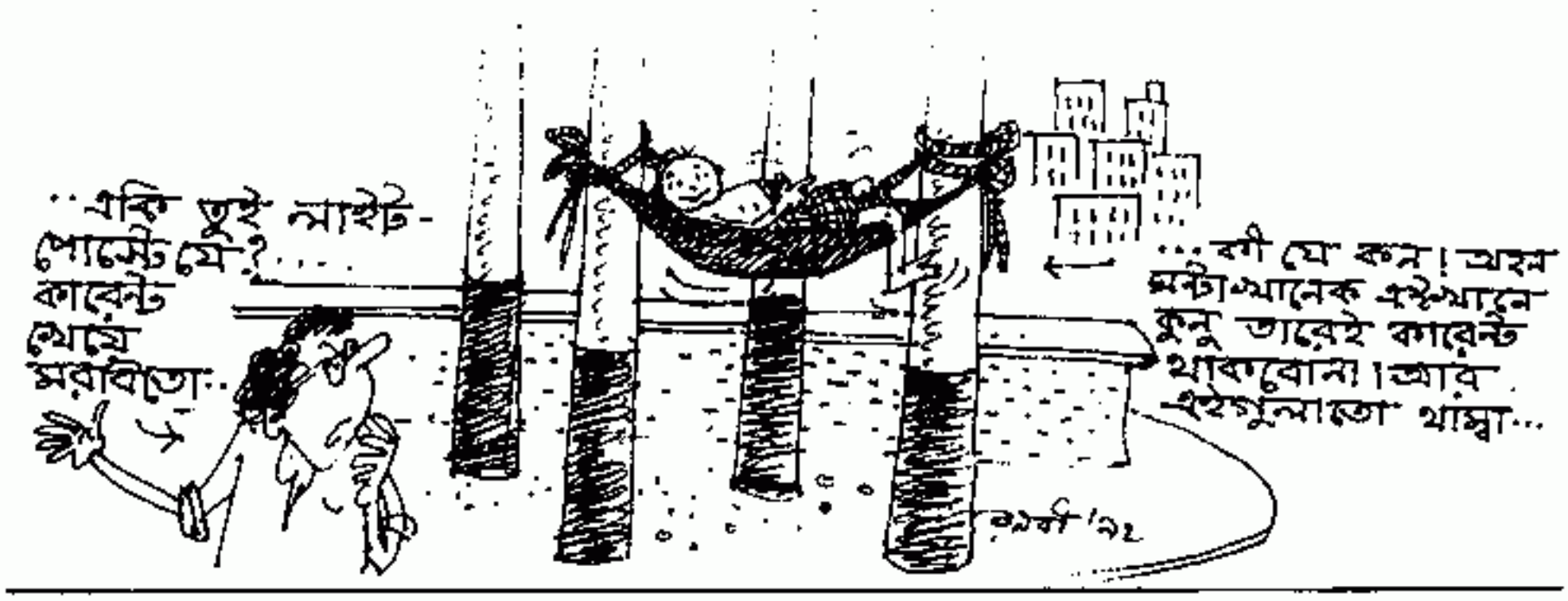

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

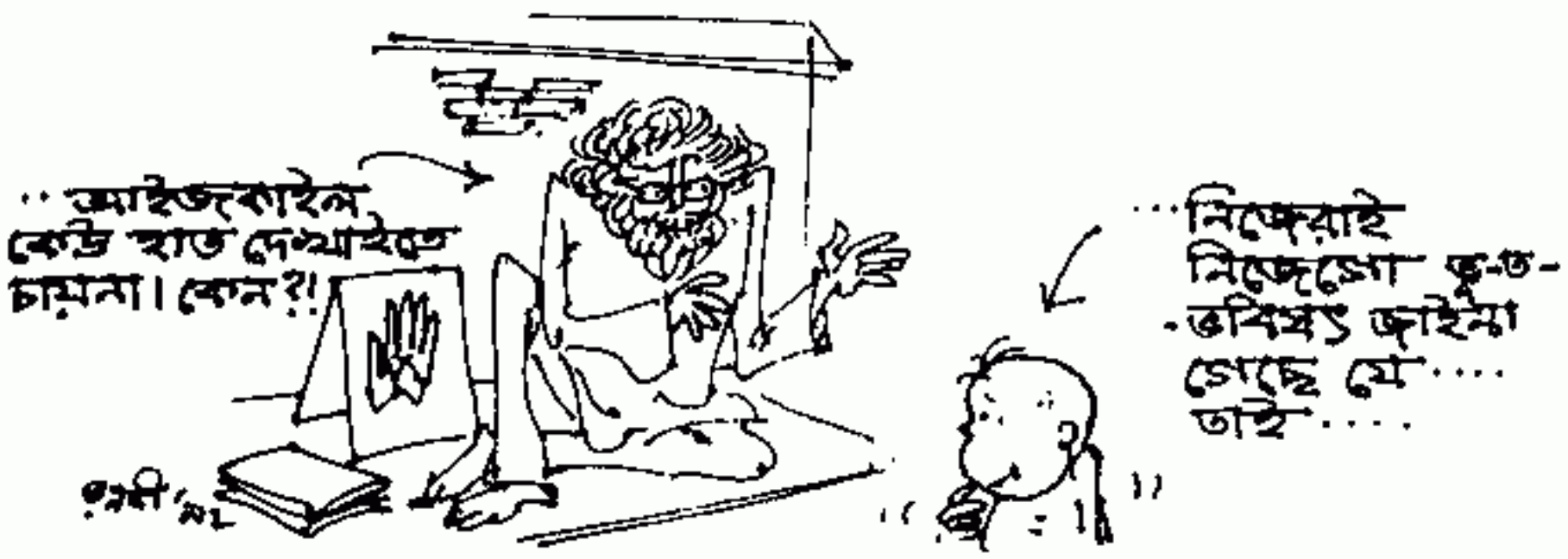

www.MurchOna.com

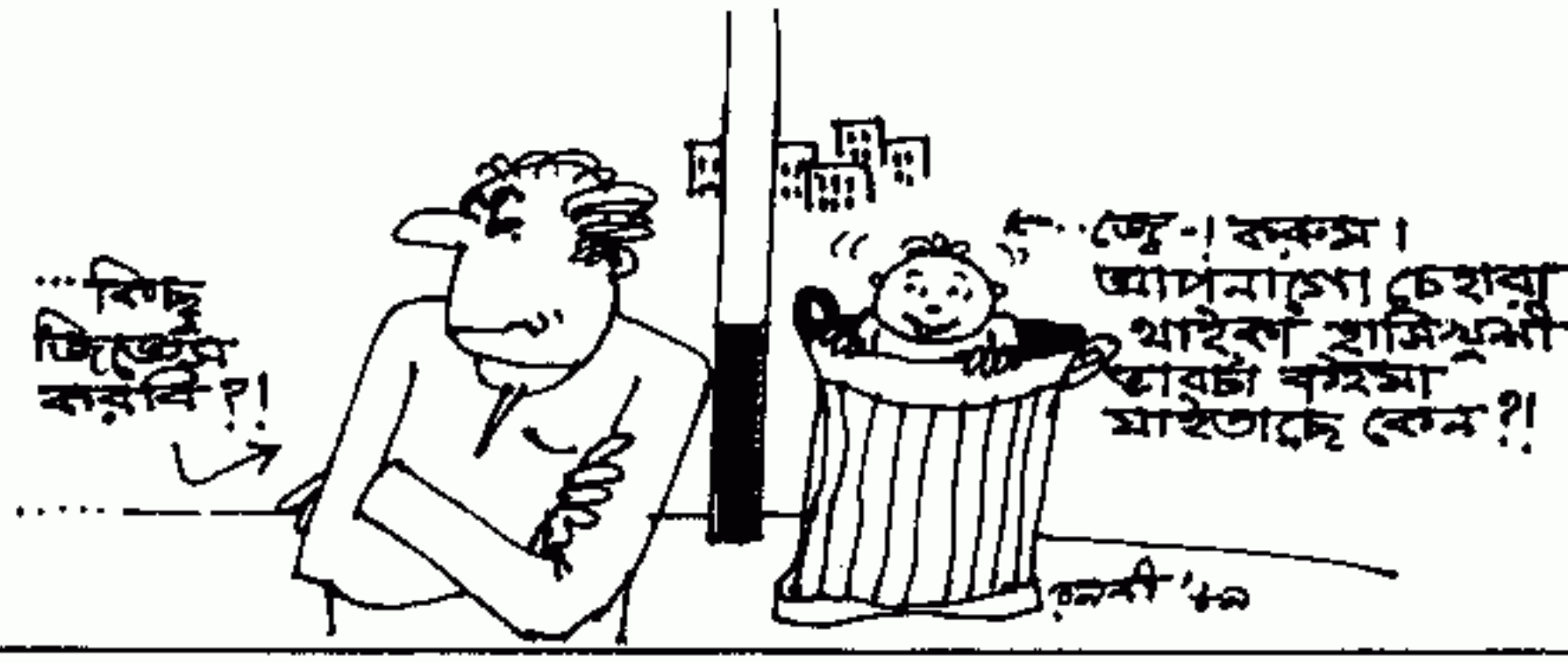

www.MurchOna.com

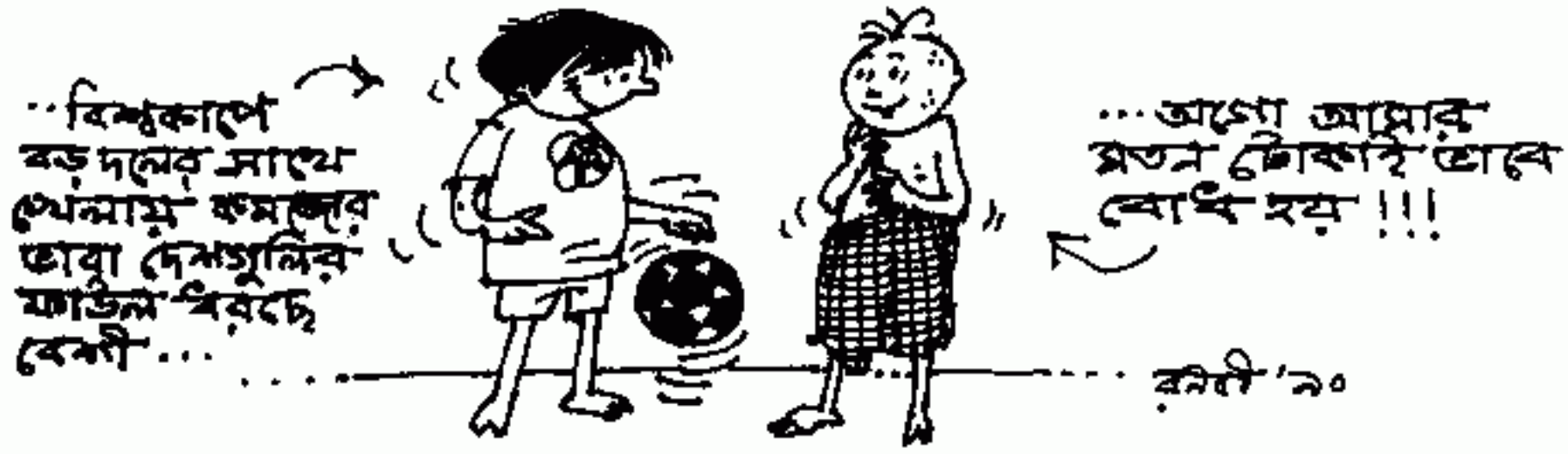

www.MurchOna.com

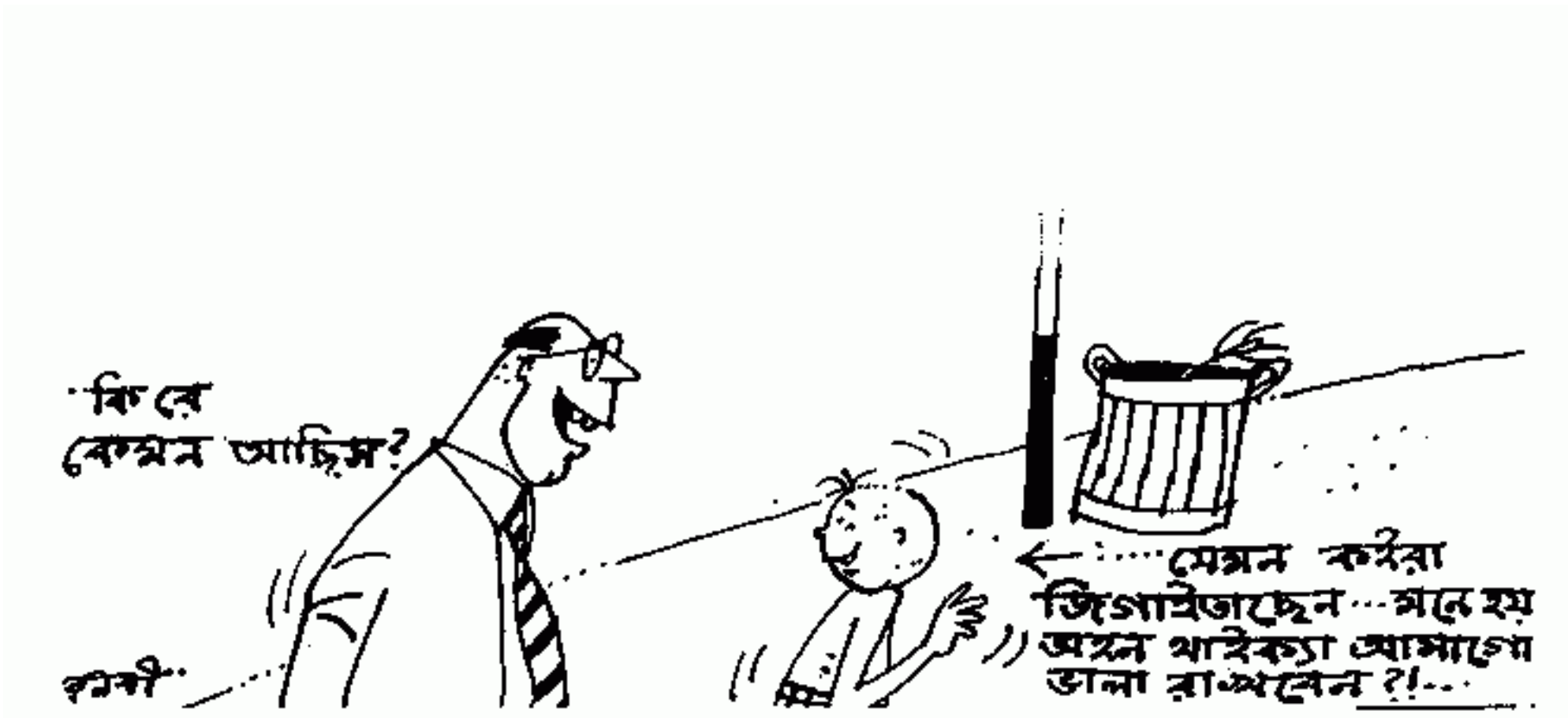

www.MurchOna.com

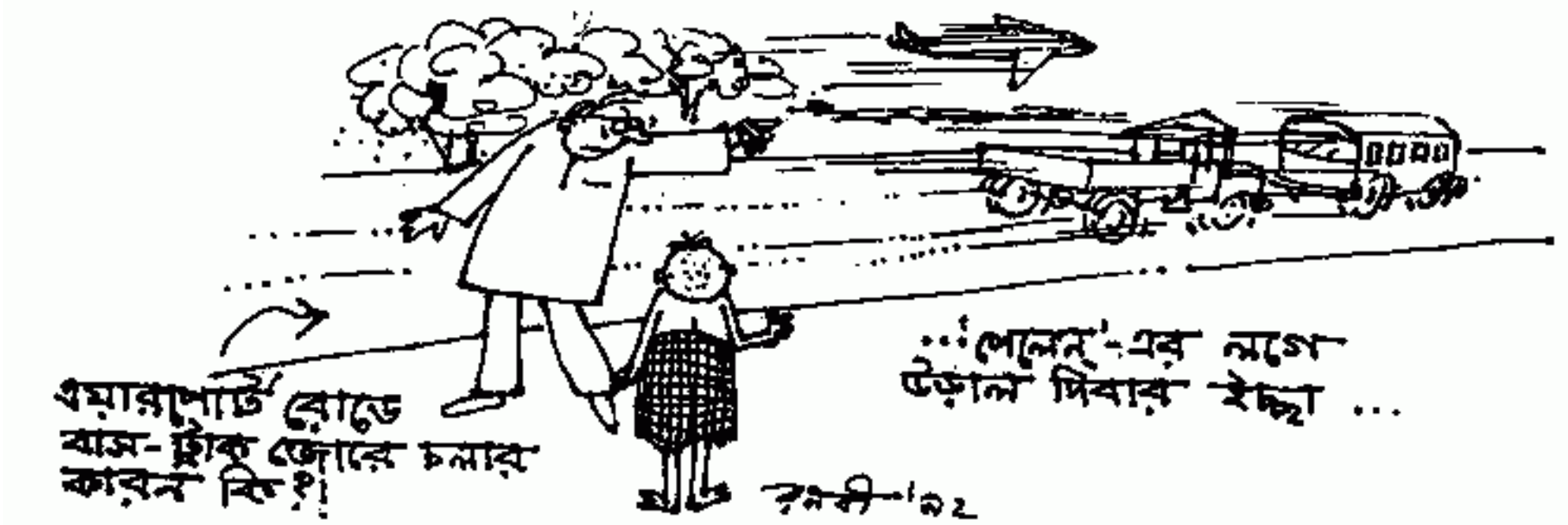

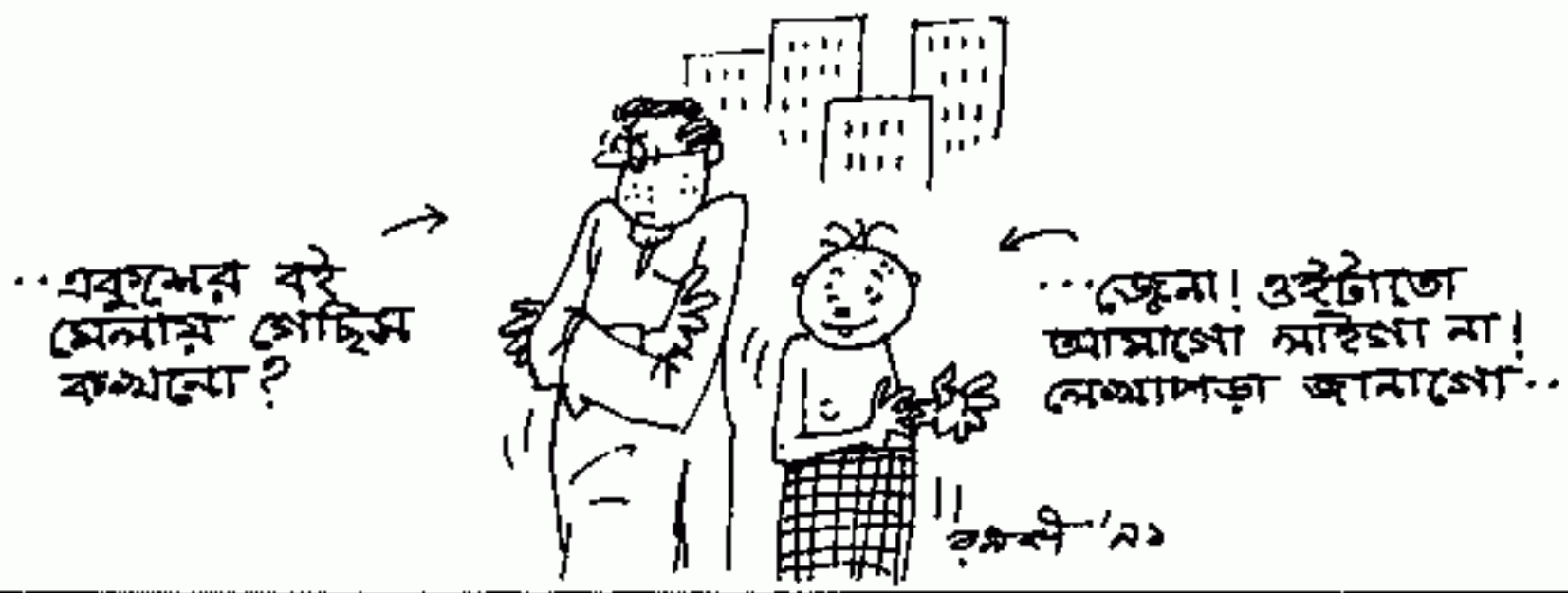

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

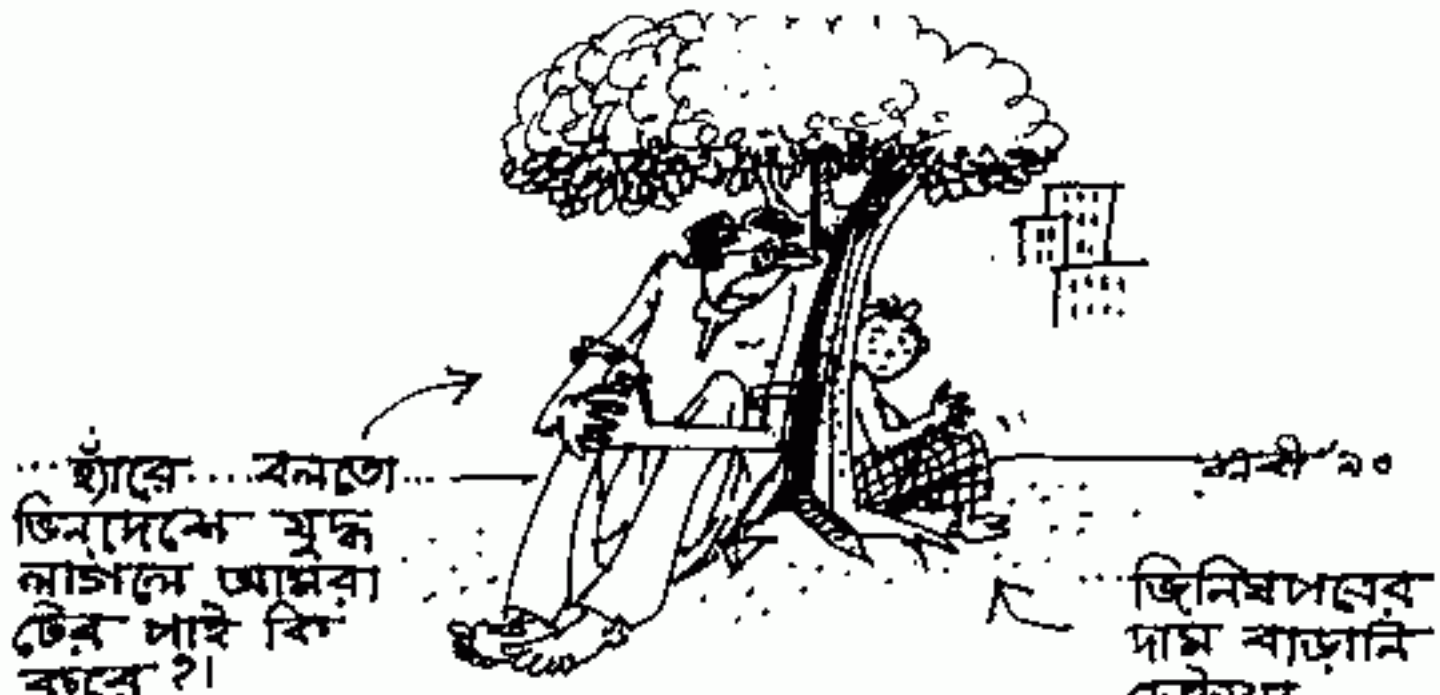

www.MurchOna.com

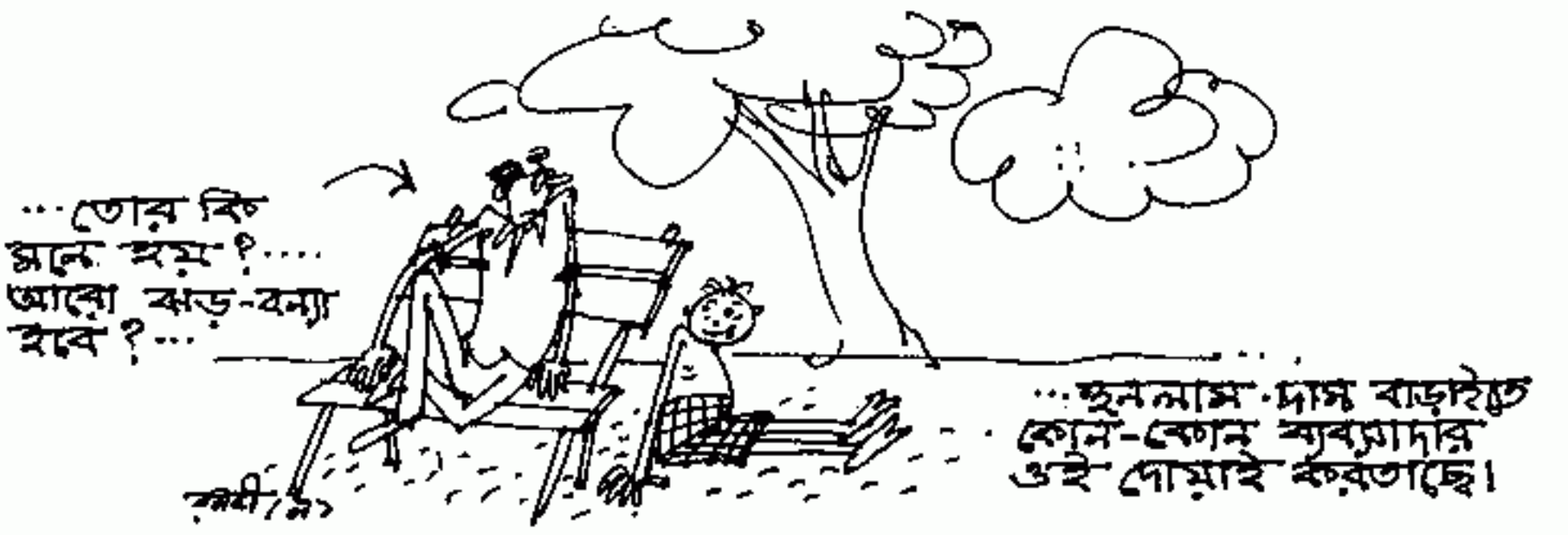

www.MurchOna.com

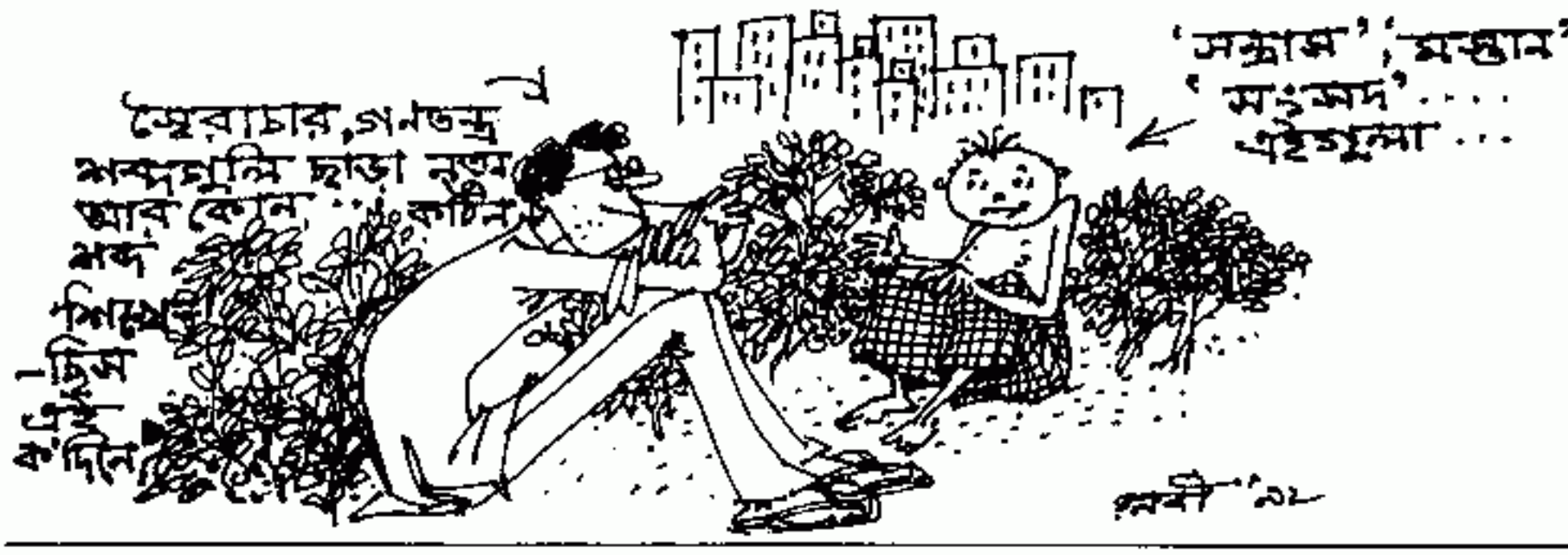

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

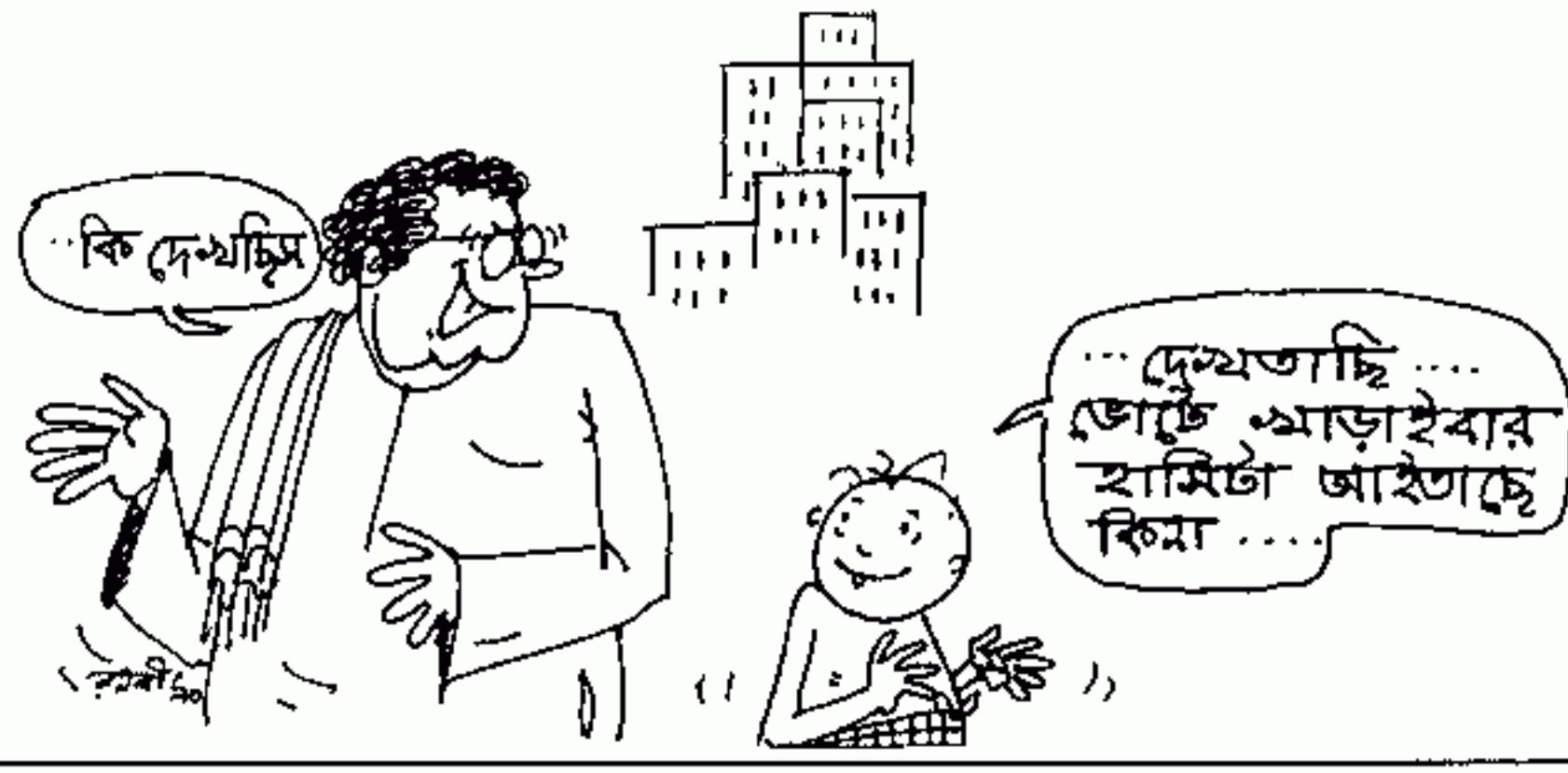

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

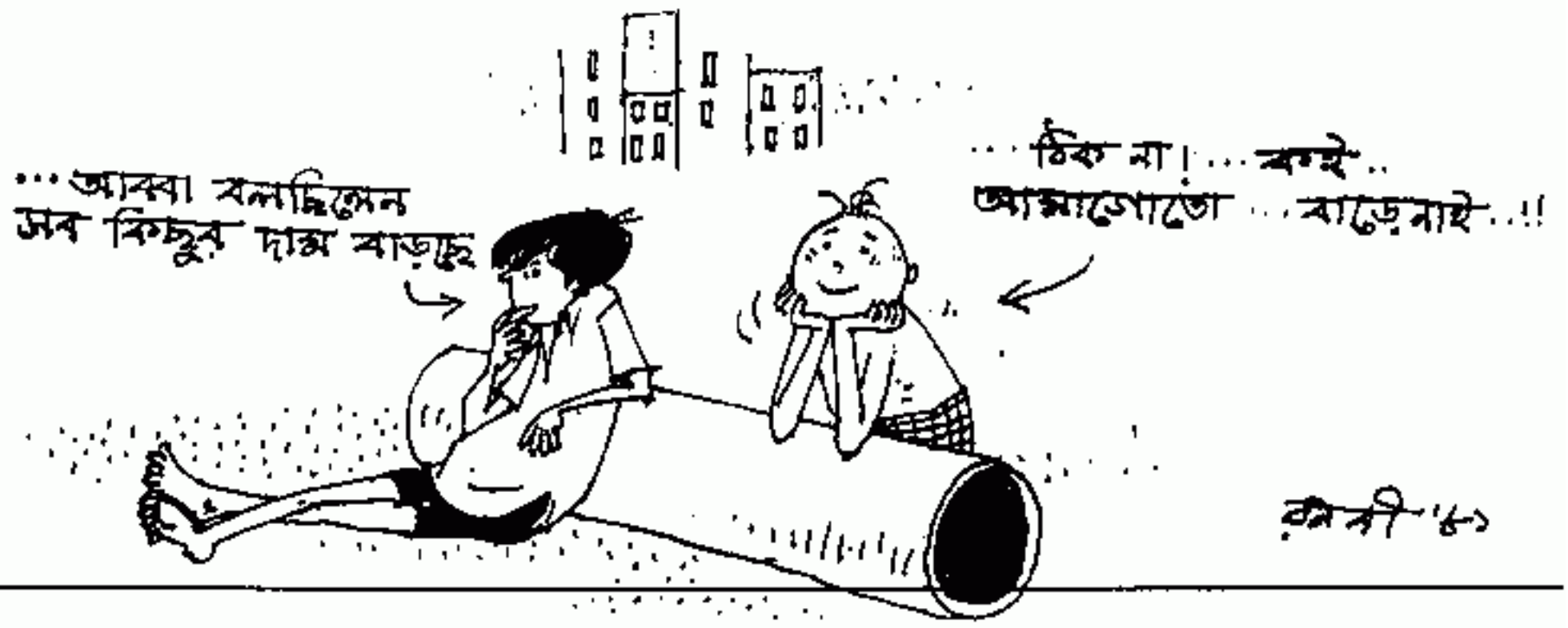

www.MurchOna.com

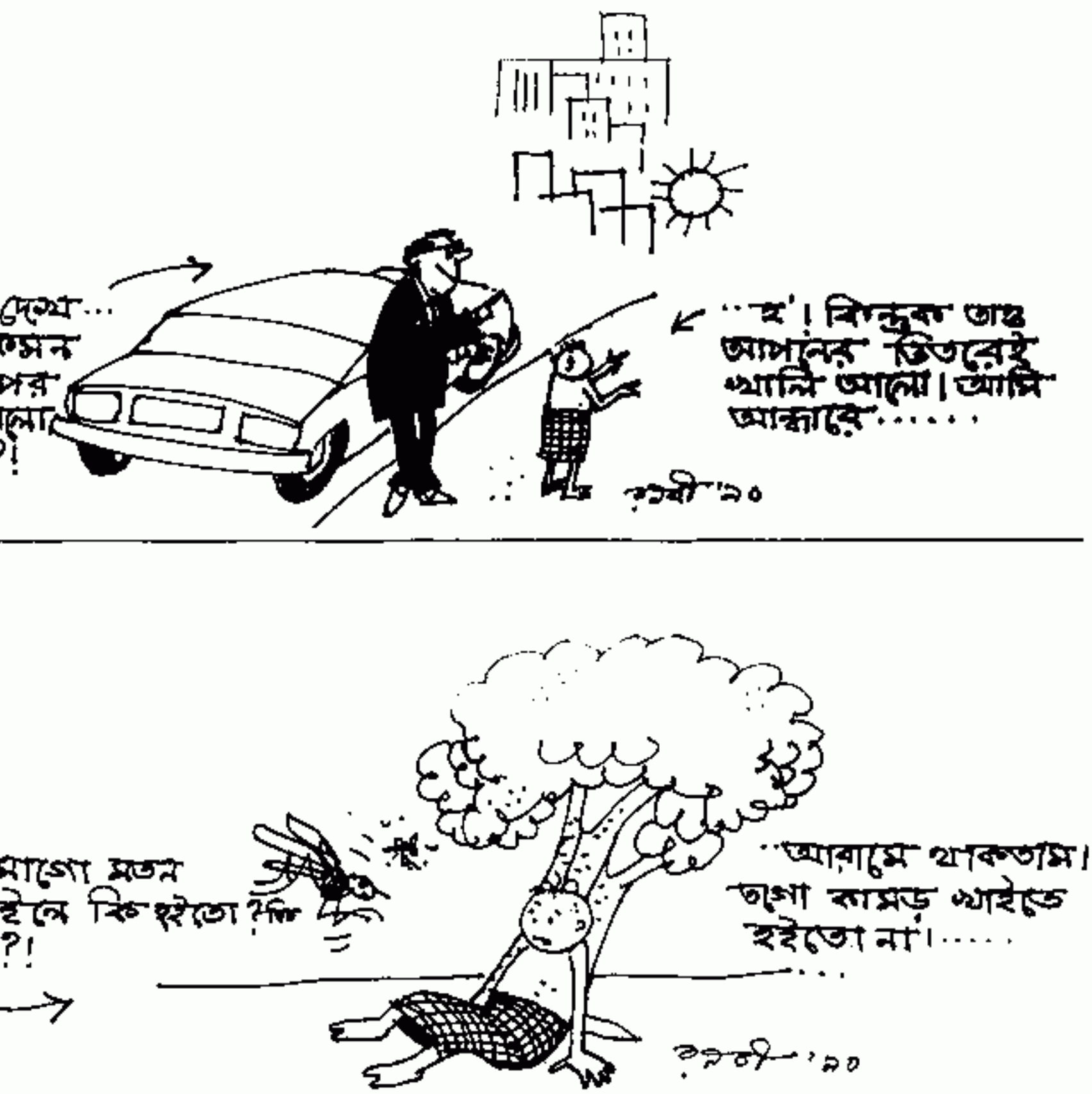

www.MurchOna.com

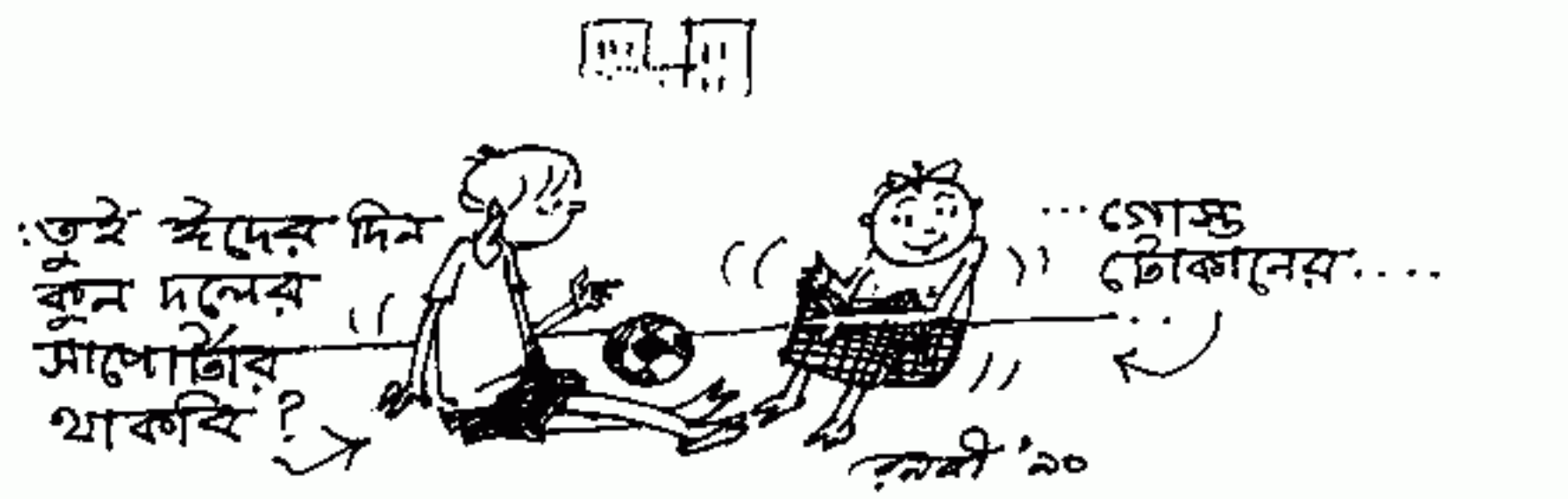

www.MurchOna.com

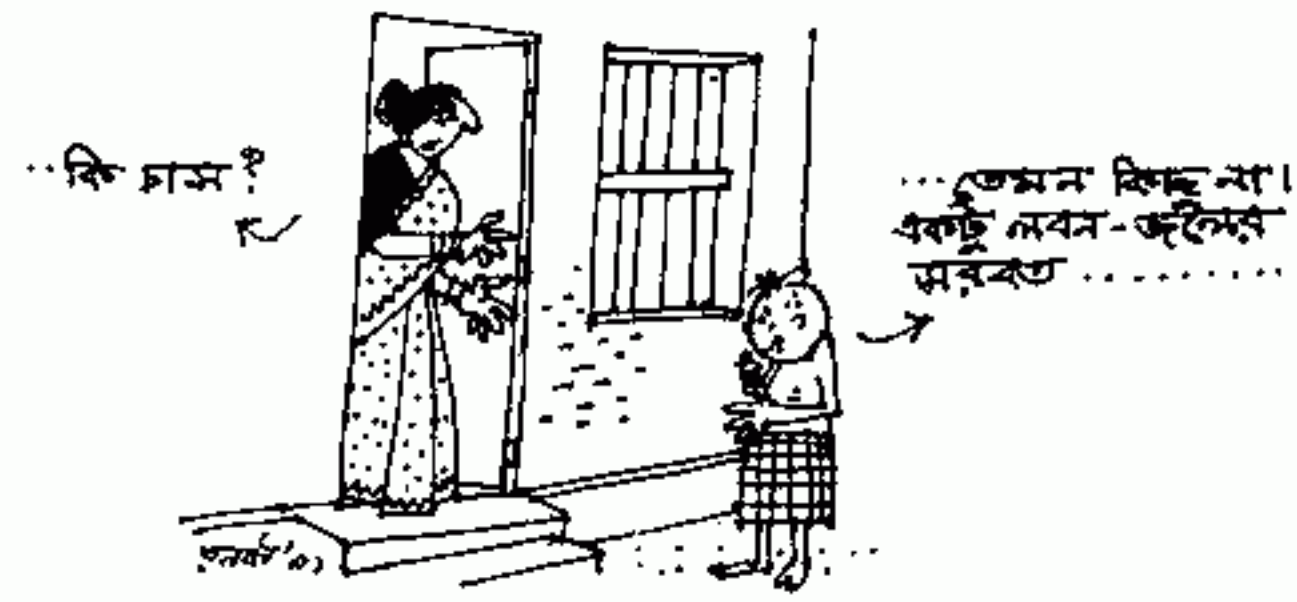

www.MurchOna.com

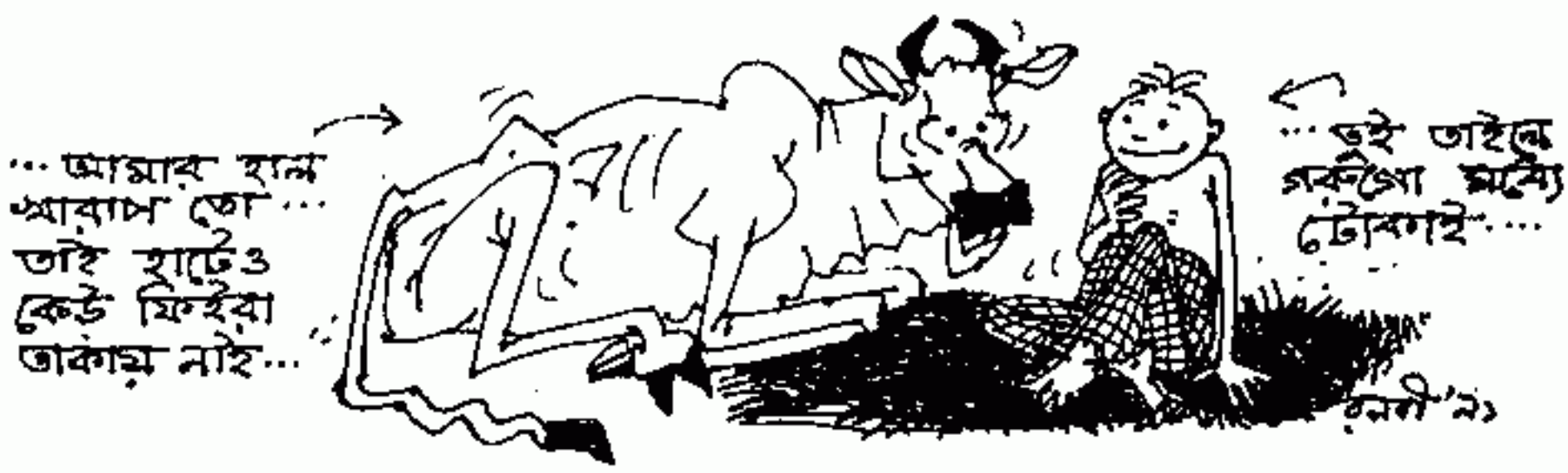

www.MurchOna.com

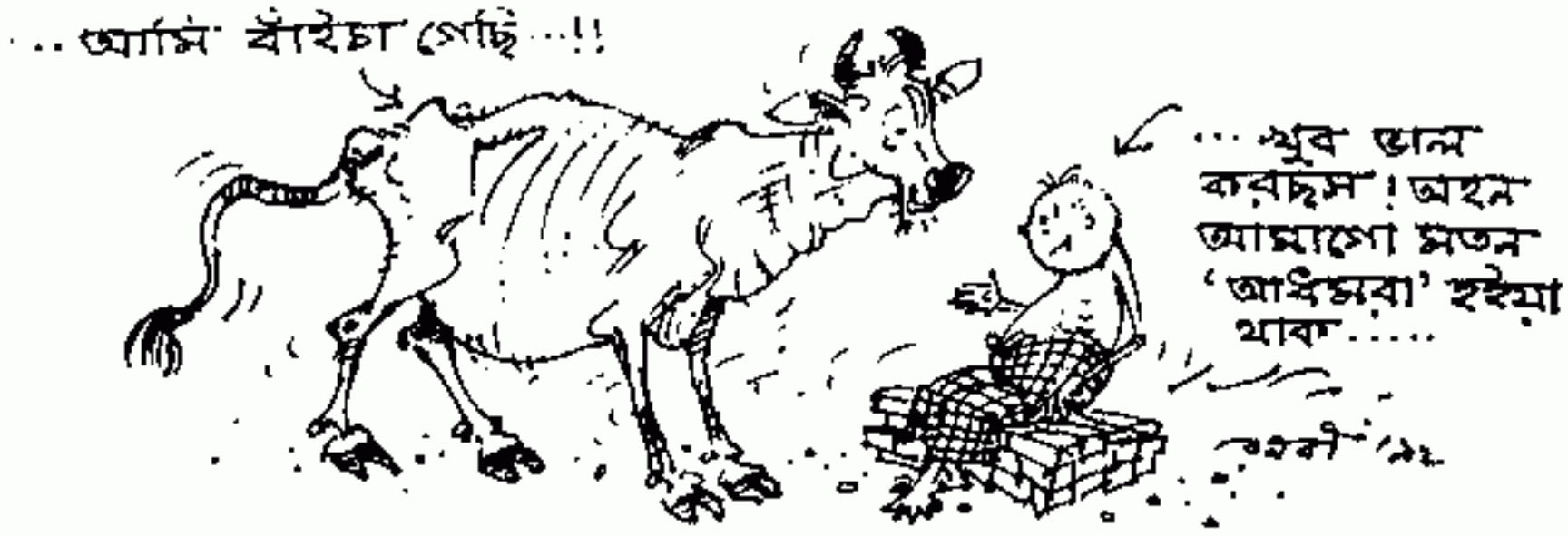

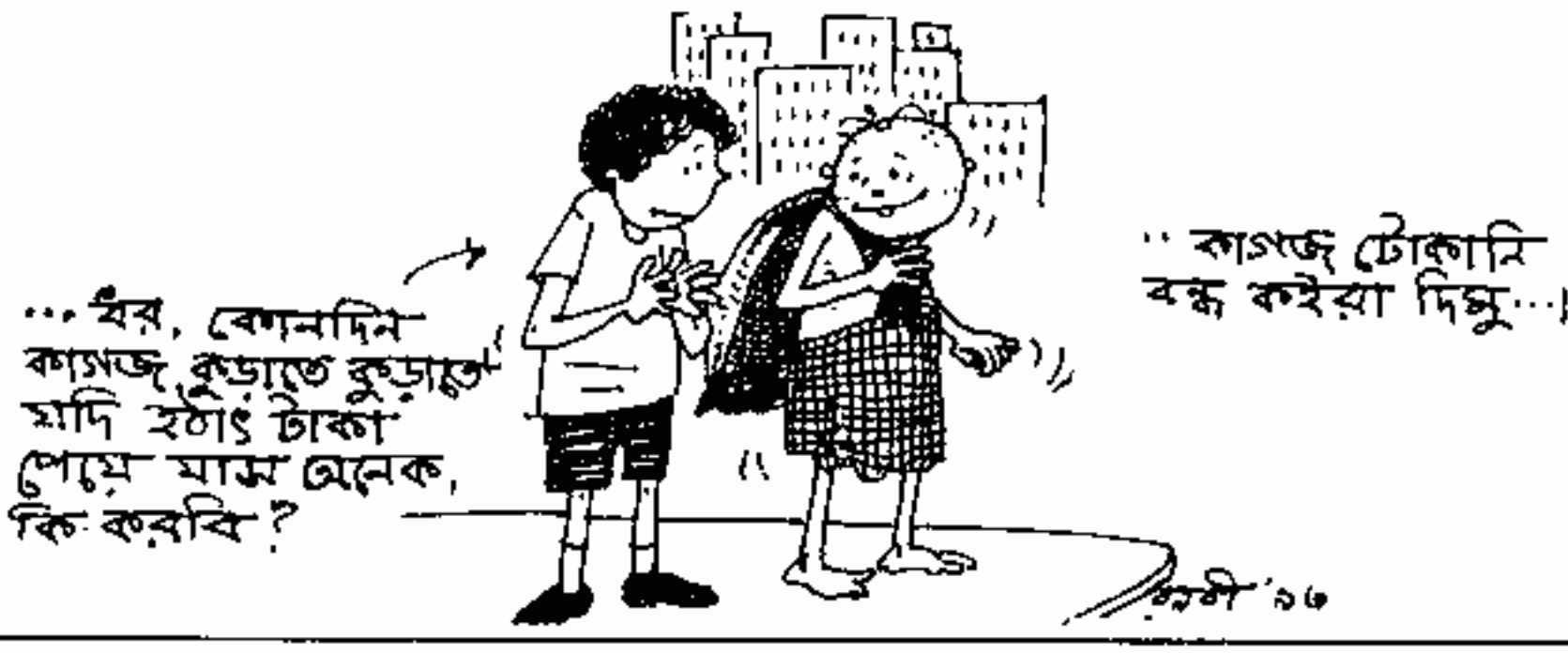

www.MurchOna.com

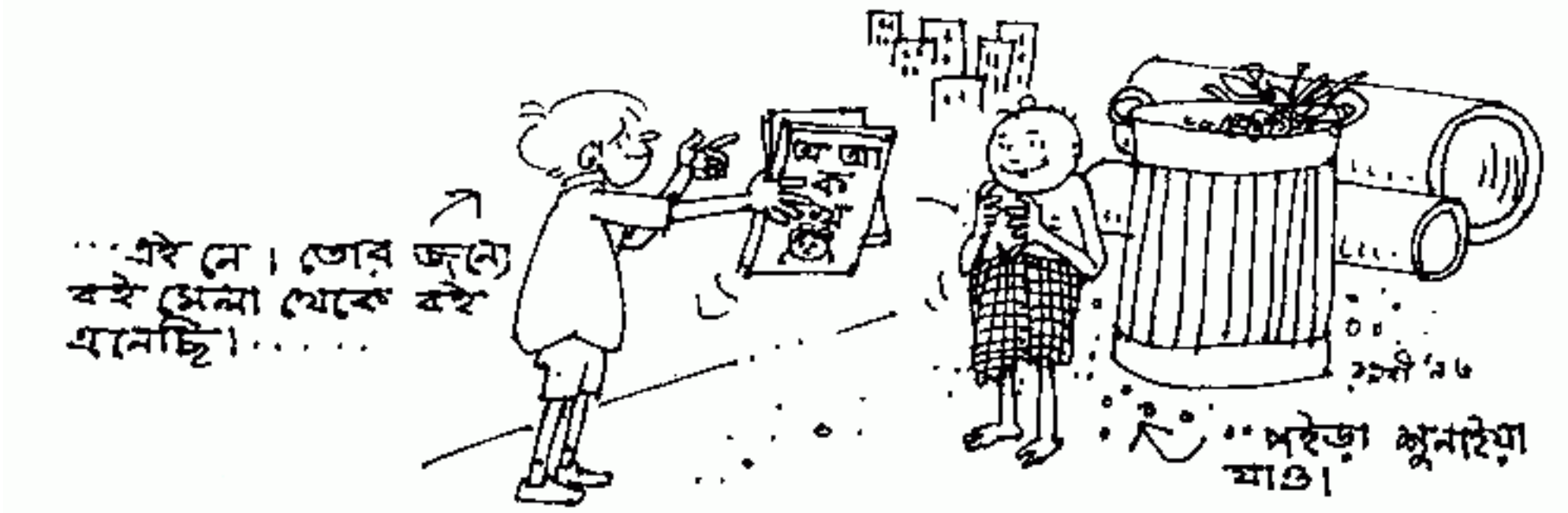

www.MurchOna.com

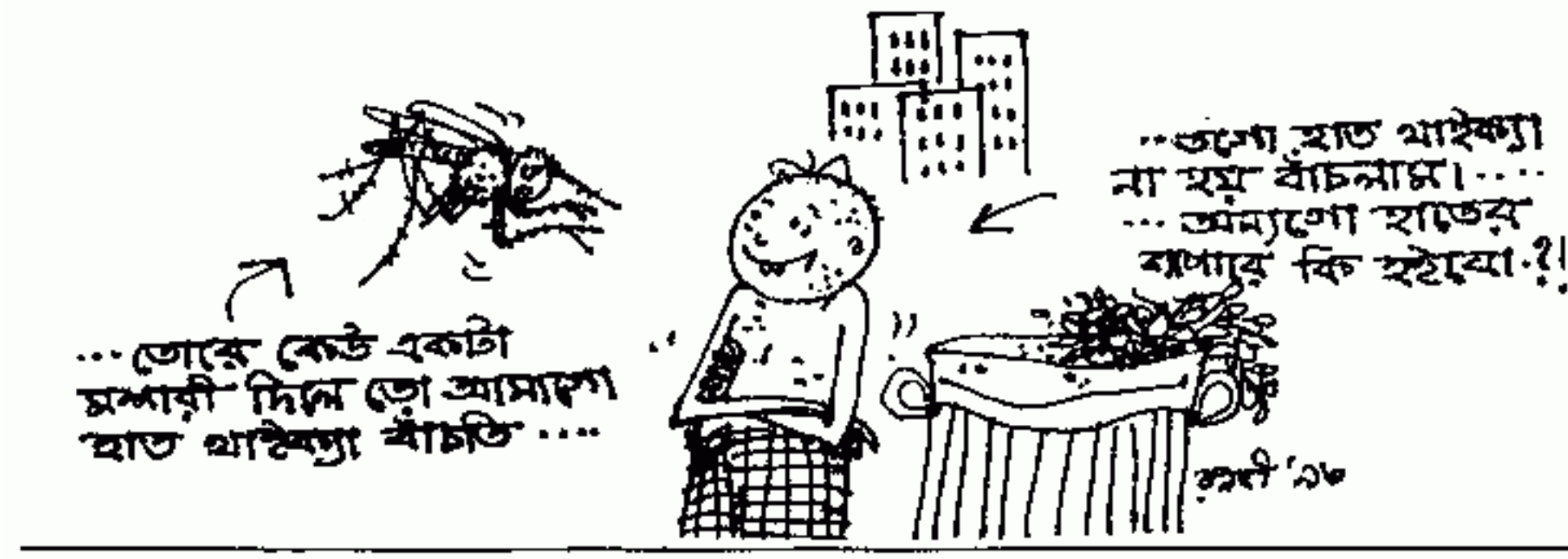

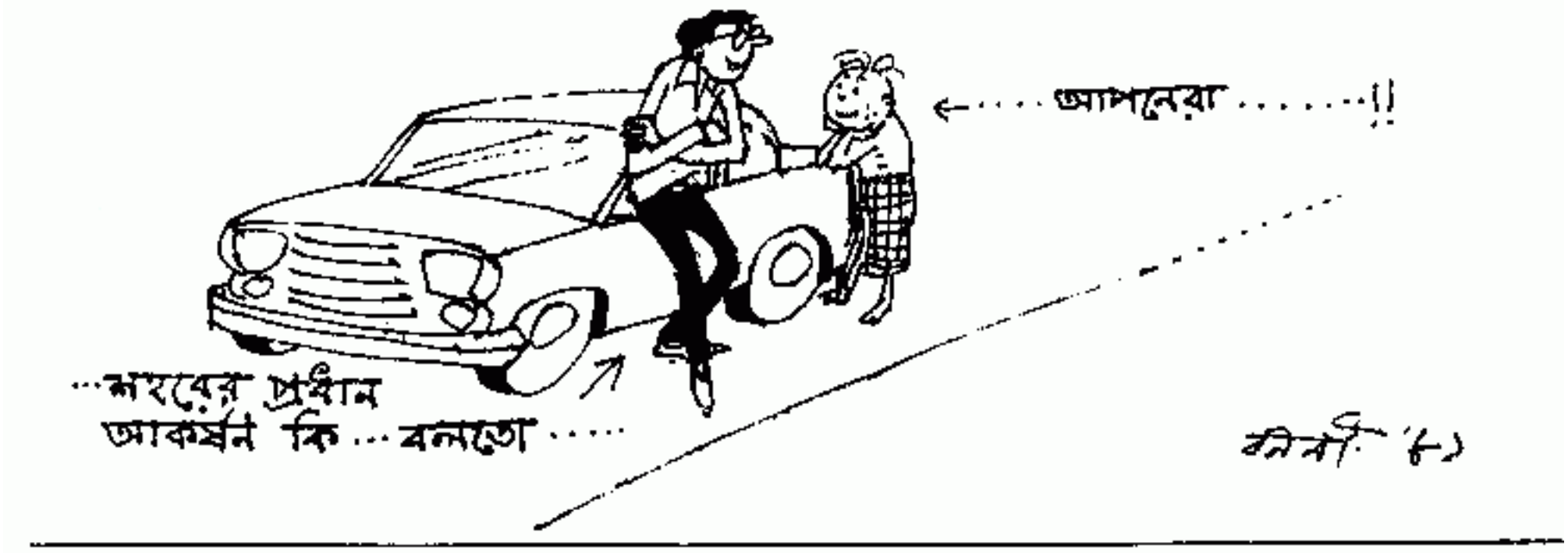

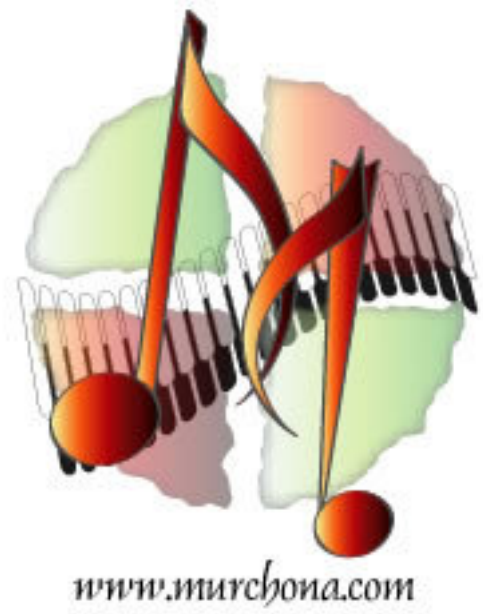

www.murchona.com

Tokai by Ronobi

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com